Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Falgun 03, 1432 Bangla, February 16, 2026, Monday, No. 47, 56th year

H I G H L I G H T S

The newly elected 297 Members of Parliament will take oaths on February 17, Tuesday. Indian PM Narendra Modi along with heads of 13 other nations have been invited to the swearing-in ceremony. [BBC: 18]

Lok Sabha Speaker Om Birla will represent the Government of India at the swearing-in ceremony of the newly elected Bangladesh Government. [DW: 18]

BNP Chairman Tarique Rahman paid a courtesy visit to residences of Jamaat-e-Islami Ameer Dr Shafiqur Rahman & NCP Convener Nahid Islam conveying a message of post-election political harmony and positive politics. [BBC: 03]

Chief Adviser Dr Muhammad Yunus has extended his greetings to the people of country and to Muslims around the world on occasion of the holy month of Ramadan. He called on everyone to practice patience, tolerance and compassion during this month. [Jago FM: 23]

The UK has expressed its commitment to working closely with Bangladesh on shared priorities of economic growth, migration, climate and security following the parliamentary elections. [BBC: 04]

Central Election Commission of Russian Federation has described the overall environment of BD's 13th National Parliamentary Election & referendum as peaceful, festive & well-administered. [Jago FM: 23]

Leaders of the Jamaat-led 11-party alliance has filed a petition with the Election Commission demanding a recount of votes in 32 constituencies in the 13th National Parliament election. [BBC: 06]

Jamaat-e-Islami has secured its highest-ever seat count in the 13th national election. Analysts say that the election results are Jamaat's biggest achievement in Bangladesh's parliamentary politics so far. [BBC: 08]

3 people have been killed & more than 300 people injured in 200 incidents of clashes & violence in 30 districts since the announcement of election results ---according to Human Rights Support Society. [BBC: 03]

The political arena has been gripped by allegations of rape of a woman in Hatia, Noakhali, the day after election. The woman alleged that she was raped & assaulted for voting for "Shapla Koli" symbol. [BBC: 14]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ফাল্গুন ০৩, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৬, সোমবার, নং- ৪৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সাংসদ ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করবেন--- শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ ১৩ জন রাষ্ট্র প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। [বিবিসি: ১৮]

নবনির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন লোকসভার স্পিকার শ্রী ওম বিরলা। [ডয়চে ভেলে: ১৮]

দেশে ইতিবাচক রাজনীতির সূচনার অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। [বিবিসি: ০৩]

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে দেশবাসী এবং বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ মাসে সকলকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা চর্চার আহ্বান জানান তিনি। [জাগো নিউজ: ২৩]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অভিবাসন, জলবায়ু এবং নিরাপত্তার মতো পারস্পরিক অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোতে ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যুক্তরাজ্য। [বিবিসি: ০৪]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সামগ্রিক পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ, এমনকি উৎসবমুখর- এমন মন্তব্য করেছে রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। [জাগো নিউজ: ২৩]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩২ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। [বিবিসি:০৬]

জাতীয় নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী এককভাবে যত আসন পেয়েছে, তা আগে আর কখনোই পায়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন, এবারের নির্বাচনের ফলই দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে জামায়াতের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় অর্জন। [বিবিসি: ০৮]

জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দেশের ৩০টি জেলায় দুই শতাধিক সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনায় তিনজন নিহত এবং তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে --- মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি। [বিবিসি: ০৩]

নোয়াখালীর হাতিয়ায় নির্বাচনের পরদিন এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। ঐ নারী অভিযোগ, জাতীয় নাগরিক পার্টিকে ভোট দেওয়ার কারণে তাকে ধর্ষণ ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। [বিবিসি: ১৪]

বিবিসি

নাহিদ ইসলামের বাসায় গিয়ে দেখা করেছেন তারেক রহমান

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার রাত পৌনে ৯টার দিকে ঢাকার সার্কিট হাউজ রোড এলাকায় নাহিদ ইসলামের বাসার যান তিনি। এর আগে, সন্ধ্যা ৭টার দিকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে রাত ৮টার দিকে তিনি সার্কিট হাউজ রোডে নাহিদ ইসলামের বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময় তারেক রহমানের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। অন্যদিকে, নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী বাংলাদেশে ইতিবাচক রাজনীতির সূচনার অংশ হিসেবে তারেক রহমান এনসিপির আহ্বায়কের বাসায় গিয়ে এ সাক্ষাৎ করেছেন বলে বিএনপির ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেইজের পোস্টে দাবি করা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রনি)

জামায়াত আমিরের বাসায় গিয়ে দেখা করেছেন তারেক রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে ঢাকায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াত আমিরের বাসায় যান তারেক রহমান। ভোটের মাঠের দুই প্রতিপক্ষের এ সাক্ষাতের সময় তারেক রহমানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম খান। অন্যদিকে, জামায়াতের আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। সাক্ষাৎটি অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জামায়াতে ইসলামী তাদের ফেসবুক পেজের পোস্টে উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে, বিএনপির ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজের পোস্টে দাবি করা হয়, নির্বাচন পরবর্তী বাংলাদেশে ইতিবাচক রাজনীতির সূচনার অংশ হিসেবে তারেক রহমান এই সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এরপর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার বাসায় যাওয়ার কথা রয়েছে তারেক রহমানের।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সার্কভুক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (এমপি) শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। রোববার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। সার্ক হলো বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের একটি আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সহযোগী সংস্থা। সে হিসেবে শপথ অনুষ্ঠানে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ এবং আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আইন উপদেষ্টা বলেন, মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সংসদ সদস্যদের শপথ হচ্ছে। খুব সম্ভবত, প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পাঠ করাবেন। তিনি আরো বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শপথের পরে সাড়ে ১১টা, ১২টার দিকে সংসদীয় দলের প্রধান নির্বাচিত করা হবে। আর বিকেল ৪টার দিকে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান হবে। এখন পর্যন্ত যতটুক জানি, রাষ্ট্রপতি শপথ পড়াবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন, এটা সম্পর্কে আমার জানা নাই। মিটিংয়ে শুনেছি, এখন পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে আছে, তাদের পক্ষ থেকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। কারা কারা আমন্ত্রিত হবে, এটা কনভেনশন অনুযায়ী করা হবে। এটা মন্ত্রিসভা দেখছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় নিহত ৩, আহত তিন শতাধিক : এইচআরএসএস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণার পর দেশের ৩০টি জেলায় দুই শতাধিক সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনায় তিনজন নিহত এবং তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে বলে তথ্য তুলে ধরেছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। এসব ঘটনায় অন্তত ৩৫০টি অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে। রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য তুলে ধরে সংস্থাটি। এইচআরএসএস জানায়, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার পৃথক তিনটি ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন মুন্সিগঞ্জে, একজন বাগেরহাটে এবং একজন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে (শিশু) প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া, নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চানন্দী ইউনিয়নে 'শাপলা কলি' প্রতীকে ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে তিন সন্তানের জননীকে (৩২) ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচনের দিন সারা দেশে জাল ভোট, পোলিং এজেন্টকে বের করে দেওয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রার্থীকে মারধর, অগ্নি সংযোগসহ ৩৯৩টি অপরাধমূলক ঘটনা

নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভোটের দিন ১০৫টি সংঘর্ষের ঘটনায় ১৪৫ জন আহত হলেও, দেশজুড়ে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। এর বাইরে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে বলে সংস্থাটির পর্যবেক্ষণে উঠে আসে। ভোটের দিন ৫০ জনকে আটক, ১৩ জন প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারকে প্রত্যাহার, পাশাপাশি ৫৫টি কারাদণ্ড ও জরিমানার ঘটনা, পাঁচজন সাংবাদিক আহত হওয়া, তিনটি কেন্দ্রের ভোট বাতিল এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ৬৪টি অপতথ্য ছড়ানোর ঘটনা ঘটেছে বলে সংস্থাটির প্রতিবেদনে উঠে আসে। এছাড়া, তফশিল ঘোষণার পর থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত ২৫৪টি সহিংসতার ঘটনায় পাঁচজন নিহত এবং ১ হাজার ৬৫০ জন আহত হয়েছেন। এই সময়ে ২৪ জন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দুই শতাধিক স্থাপনায় হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিয়োগ বাতিল নিয়ে সরকারের ব্যাখ্যা

শনিবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে শেখ আব্দুর রশীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নিয়োগের আদেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সে আদেশ নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে রোববার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মি. আলম তার পোস্টে লিখেছেন, শেখ আব্দুর রশীদ-এর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিলের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মাধ্যমে নানা ধরনের 'অপতথ্য ও অনুমাননির্ভর বক্তব্য' প্রচারিত হচ্ছে। "প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি নির্বাচনের কিছুদিন আগেই প্রধান উপদেষ্টার নিকট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন জানান। তবে, নির্বাচন সন্নিকটে চলে আসায় মাঠ প্রশাসনের শৃঙ্খলা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রধান উপদেষ্টার অনুরোধে তিনি নির্বাচনকাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে সম্মত হন।„ অতএব, বিষয়টি নিয়ে অহেতুক অনুমাননির্ভর তথ্য বা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন শফিকুল আলম। প্রসঙ্গত, গতকালই প্রধান উপদেষ্টার আইসিটি ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের পদত্যাগ এবং দেশ ছাড়ার খবর নিয়ে দিনভর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

আগামীকাল ঢাকায় জামায়াত জোটের প্রতিবাদ মিছিল

আগামীকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল করবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচনের পরের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে ১১ দলীয় জোটের নেতারা প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনের সাথে দুপুরে এক বৈঠক করার পর এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। রোববার বেলা ১২টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ ও এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনে ওই বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক শেষে হামিদুর রহমান আযাদ সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনের পর জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে তারা কমিশনকে জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এসব হামলার প্রতিবাদে সোমবার ঢাকার বায়তুল মোকাররম থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে ১১ দলীয় জোট। মি. আযাদ অভিযোগ করেন, নির্বাচনে ভয়-ভীতি ছড়ানোর কারণে ভোট কম পড়েছে। "আমরা যারা একসাথে নির্বাচন করেছি, তাদের পক্ষ থেকে বারবার কমিশনকেও বলা হয়েছে, স্থানীয়ভাবেও বলা হয়েছে। কিন্তু এর কোনো পদক্ষেপ আমরা সন্তোষজনকভাবে পাই নাই।„ তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভোট গণনার সময় ১১ দলের এজেন্টকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে কোথাও কোথাও। "ভোট গণনায় ত্রুটি থাকলে ফলাফলে তার প্রভাব পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। রেজাল্ট শিটেও দেখা গেছে, ঘষামাজা, কাটাছিঁড়া, ওভার রাইটিং এবং অনেক জায়গায় অরিজিনাল এজেন্টের স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। যেমন, ঢাকা-৬ আসনে রেজাল্ট শিট লেখা হয়েছে পেনসিলে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছি : আসিফ মাহমুদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া জানিয়েছেন, তারা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রোববার সকালের দিকে তিনি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় এক পোস্ট দিয়ে এ কথা জানান। পোস্টে তিনি লিখেছেন, "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং সার্বিক কার্যক্রমে ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করবে ছায়া মন্ত্রিসভা।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অঙ্গীকার যুক্তরাজ্যের

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অভিবাসন, জলবায়ু এবং নিরাপত্তার মতো পারস্পরিক অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোতে ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যুক্তরাজ্য। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-এর এক মুখপাত্র বলেন, "আমরা আশা করি, নতুন সরকার গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের ধারাকে আরও এগিয়ে নেবে।„ মুখপাত্র আরও জানান, যুক্তরাজ্য গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল আসায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ সরকারের এই কর্মকর্তার মতে, "এটি বাংলাদেশের লক্ষ্য এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।„ এর আগে, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়ায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার দলকে অভিনন্দন জানায় যুক্তরাজ্য। একইসঙ্গে এক নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ করায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকেও শুভেচ্ছা জানায় তারা।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

এবার মন্ত্রিসভার শপথের জন্য দক্ষিণ প্লাজাকে বেছে নেওয়ার কারণ কী?

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, ঐতিহ্যগতভাবে বঙ্গভবনে মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান হলেও, এবার তা হবে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায়। মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠিত হবে এবং এখন পর্যন্ত নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। রোববার আইন উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান, বিএনপি নিজেই এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান এবং জুলাই ঘোষণা ও জুলাই সনদের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর সাথে সংসদ ভবন প্রাঙ্গণ ও দক্ষিণ প্লাজা বিভিন্ন কারণে স্মরণীয়। এছাড়া, প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়া ও ওসমান হাদির জানাজাসহ নানা কারণে স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানটি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এসব বিষয় বিবেচনা করেই সেখানে হয়ত শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এর আগে, ওইদিন সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদ ভবনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। আসিফ নজরুল বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এই শপথ পরিচালনা করবেন বলে তিনি ধারণা করেন। তবে বিষয়টি নিশ্চিত করে পরে জানানো হবে। সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের পরপরই বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে বিএনপি তাদের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন করবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

রমজান মাসে স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের নির্দেশ

পুরো রমজান মাসে সরকারি, বেসরকারি, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। রোববার বিচারপতি ফাহমিদা ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। মাদরাসাগুলোয় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অর্থাৎ রমজান শুরুর আগে থেকে ছুটি শুরু হলেও, স্কুলগুলোতে এবার ১৫ রমজান অর্থাৎ ৭ মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন অনেক শিক্ষক। এখন হাইকোর্টের আদেশের ফলে পুরো রমজান মাসে সব মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুল ৮ মার্চের পরিবর্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকেই বন্ধ থাকবে। রমজানের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের ছুটি নিশ্চিত করতেই হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়, যার প্রেক্ষিতে এই আদেশ আসে। গত ৫ জানুয়ারি রমজানে স্কুল বন্ধ রাখতে সরকারকে আইনি নোটিশ দেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

কোন দল কত শতাংশ ভোট পেয়েছে নির্বাচনে?

বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের তথ্য প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এবারের নির্বাচনে মোট ৫৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছিল ইসি। নির্বাচন কমিশনের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বিএনপি মোট ভোটের ৪৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে, দলটি মোট ২৯০টি আসনে তাদের প্রার্থী দিয়েছিল। এককভাবে দলটি মোট ২০৯টি আসন পেয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে মোট ভোটের ৩১ দশমিক ৭৬ শতাংশ। দলটি ২২৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এককভাবে মোট ৬৮টি আসনে জয় পেয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে কোনো দল নয়, বরং এই নির্বাচনে অংশ নেওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা রয়েছেন বিএনপি আর জামায়াতের পরের অবস্থানে। তারা মোট ভোটের ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ পেয়েছেন। সারা দেশে ২৭৪টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে লড়াই করেছেন। এর পরেই অবস্থান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)। তারা পেয়েছে মোট ভোটের ৩ দশমিক ০৫ শতাংশ। তারা ৩২টি আসনে তাদের প্রার্থী দিয়েছিল, দলটির মোট ছয়জন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পেয়েছে মোট ভোটের ২ দশমিক ৭০ শতাংশ, দলটি একটি আসনে জয় পেয়েছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ পেয়েছে ২ দশমিক ০৯ শতাংশ ভোট। এর বাইরে বাকি দলের ভোটের হার ১ শতাংশেরও নিচে। জাতীয় পার্টি লাঙল প্রতীকে ১৯৯টি আসনে প্রার্থী দিলেও দলটির প্রাপ্ত ভোটের হার দশমিক ৮৯ শতাংশ। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

ভোট পুনঃগণনার দাবি করে ইসিতে লিখিত অভিযোগ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর

ঢাকা-৮ আসনে অনিয়মের দাবিতে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি অভিযোগপত্রে বলেছেন, ভোট পুনঃগণনা না হওয়া পর্যন্ত যেন ওই আসনের শপথ পাঠ না করানো হয়। আজ সোমবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর তিনি এই আবেদন করেন। তাতে তিনি দাবি করেন, ওই আসনের বিএনপি প্রার্থী মীর্জা আব্বাস এবং তার নেতা-কর্মী, এজেন্ট, পরিবারের সদস্যরা ভোট কারচুপি, প্রভাব বিস্তার, ফলাফল

আটকে রাখা, বাতিলকৃত ভোট গণনাভুক্ত করাসহ নানা নিয়ম বহির্ভূত কাজ করেছেন। বেসরকারি ফলাফলে ঢাকা-৮ আসনে বিএনপি প্রার্থী মীর্জা আব্বাস ৫৯ হাজার ৩৬৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন, যেখানে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী পেয়েছেন ৫৪ হাজার ১২৭ ভোট।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

৩২ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াত জোটের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩২ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আবেদন করেছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। রোববার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে দেখা করে তারা এ দাবি জানায়। এ দিন নির্বাচন ভবনে ইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ সাংবাদিকদের সামনে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন। হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, "আমরা ৩২টি আসন চিহ্নিত করেছি, যেখানে অল্প ভোটের ব্যবধানে আমাদের হারানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছি।„ এছাড়া, দ্রুত গেজেট প্রকাশের কারণে অনেক প্রার্থী যথাসময়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাতে পারেননি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "৩২টি আসনে পুনর্মূল্যায়নের দাবি আছে। গেজেট প্রকাশ হলেও, আইনের তিন ধাপ আছে, ইসি, ট্রাইব্যুনাল, এরপর হাইকোর্টে রিট। আমরা আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করব।„ ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো বিভিন্ন উপাদান ছিল। প্রচুর জালভোট হয়েছে, কালো টাকার ছড়াছড়ি ছিল। কোথাও কোথাও হুমকি-ধামকি, সন্ত্রাস, মারামারি বা হামলার ঘটনাও ঘটেছে।„ বিষয়টি বারবার কমিশনকে জানানো হলেও, কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি বলে দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টারের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল

ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস উইংয়ের মিনিস্টার পদে সাংবাদিক ফয়সাল মাহমুদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করেছে সরকার। রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মোহাম্মদ মামুন শিবলী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তার চুক্তি বাতিল করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন, দিল্লির মিনিস্টার (প্রেস) ফয়সাল মাহমুদের সাথে সরকারের সম্পাদিত চুক্তির ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী, তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হয়েছে। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয় ওই প্রজ্ঞাপনে। ফয়সাল মাহমুদ ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর দুই বছরের জন্য নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস মিনিস্টার পদে নিয়োগ পান। সেই হিসেবে আগামী ২৩ নভেম্বর তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিলের আদেশ এলো। প্রেস মিনিস্টার হওয়ার আগে তিনি বাংলা আউটলুকের সম্পাদক ছিলেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রনি)

গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের ভোটের হারে পার্থক্যের কারণ কী?

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে ১২ কোটি ৭৭ লাখ ভোটারের মধ্যে গণভোটে ভোট দিয়েছেন, ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ভোটার, যা মোট ভোটের ৬০ দশমিক ২৬ শতাংশ। নির্বাচনের পর শুক্রবার রাতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২৯৯টি আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। আর আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে দুইজন প্রার্থীর ফলাফল স্থগিত থাকায়, ২৯৭টি আসনের আনুষ্ঠানিক ফল ও গেজেট প্রকাশ করেছে ইসি। শুক্রবার ইসি যে ফল ঘোষণা করেছে, এতে দেখা গেছে, ১২ কোটি ৭৭ লাখ ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছে ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ভোটার। গণভোটের ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯ জন, আর 'না' ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭ জন। নির্বাচন কমিশন বলছে, গণভোটে ভোটের হার ৬০ দশমিক ২৬ শতাংশ হলেও, সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ৫৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ। দুই ভোটের গড় হারে এই পার্থক্য কেন, সেটি নিয়ে নির্বাচন কমিশন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে শুক্রবার বিকেলে। ইসি সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, দুইটি আসনের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত থাকায় কম হয়েছে সংসদ ভোটের হার।

এই ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে 'হ্যাঁ' ভোট জয়ী হলেও, ১১টি আসনে জয়ী হয়েছে 'না' ভোট। শনিবার ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন যে, দুটি কারণে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পার্থক্য থাকতে পারে। তার মধ্যে সংসদের একটি কারণ দুইটি আসনের ভোটের ফলাফল স্থগিত থাকা ও কেউ কেউ শুধু গণভোটেই ভোট দিয়েছেন। তবে শনিবার রাতে নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, যে দুই আসনের ফলাফল ঘোষিত হয়নি, সেটি ঘোষণার পরও দুই ফলাফলে পার্থক্য থাকতে পারে।

'হ্যাঁ' ও 'না' ভোটের পার্থক্য কত?

বাংলাদেশের এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে, বাংলাদেশে তিনটি গণভোট অনুষ্ঠিত হলেও, সেখানে আলাদা করে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়নি। এবারই প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই গণভোটে ১২ কোটি ৭৭ লাখ ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছে ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ভোটার। ভোটের পরদিন নির্বাচন কমিশন ২৯৯টি আসনের গণভোটের যে ফলাফল প্রকাশ করেছে তাতে দেখা গেছে, ৬২ দশমিক ২৫ শতাংশ 'হ্যাঁ' ভোটের বিপরীতে 'না' ভোট পড়েছে পড়েছে ২৯ দশমিক ৩২ শতাংশ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- এবারের নির্বাচনে প্রদত্ত গণভোটের মধ্যে প্রায় পৌনে ১ কোটি ভোটই বাতিল হয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, গণভোটে অবৈধ বা ভোট বাতিল হয়েছে ৭৪ লাখ ২ হাজার হাজার ২৮৫টি। অর্থাৎ, গণভোটে প্রদত্ত ভোটের প্রায় ১০ শতাংশই বাতিল হয়েছে। ইসির জনসংযোগ শাখা থেকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ভোট বাতিল হয়েছে সুনামগঞ্জ-১ আসনে। দিরাই ও শাল্লা উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে ৪৯ হাজার ৩৯৪ জন ভোটারের ভোটই বাতিল হয়েছে। তবে এর কোনো কারণ জানানো হয়নি। ইসির তথ্য বলছে, সর্বোচ্চ গণভোট পড়েছে পাবনা-২ আসনে; ৮২ দশমিক ৫৮ শতাংশ। আর সর্বনিম্ন ভোট পড়ে ঢাকা-১২ আসনে, ৩৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

ঢাকা-১২ আসনে ১ লাখ ২৪ হাজার ভোটারের মধ্যে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন ৯০ হাজার ৩৩৯ জন, আর 'না' ভোট দিয়েছেন ২৯ হাজার ৫২০জন। শনিবারের সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, "অনেকের ক্ষেত্রে দেখেছি যে, তারা নির্বাচনে ভোট দিতে এসে কেবলমাত্র গণভোটে ভোট দিয়েছে, এরকম হয়েছে। ফলে এটা খুব একটা অস্বাভাবিক না।„

গোপালগঞ্জের তিনটিসহ ১১টি আসনে জিতেছে 'না' ভোট

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফশিল ঘোষণা করা হয় গত ডিসেম্বরের ১১ তারিখে। এই তফশিল ঘোষণার পর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে গণভোট নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। প্রথমে গণভোটে অংশ নেওয়ার প্রচারণা শুরু করলেও, শেষে এসে সরকারের পক্ষ থেকে 'হ্যাঁ' ভোট দিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। শুরু থেকেই জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলনসহ কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক হারে 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। এর বিপরীতে বিএনপির পক্ষ থেকে দলীয় চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রকাশ্য সমাবেশে 'হ্যাঁ' ভোটের অনুরোধ জানালেও, দলীয় নেতা-কর্মীদের কাউকে কাউকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'না' প্রচারণা কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'না' ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাতে দেখা যায়।„ শুক্রবার নির্বাচন কমিশন থেকে যে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে, ২৯৯টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে 'না' ভোট জয়ী হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই 'হ্যাঁ'-এর চেয়ে 'না' ভোট অনেক বেশি পড়েছে। গোপালগঞ্জ-১ আসনে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৫৪ হাজার ৭১৬টি এবং 'না' ভোট পড়েছে ১ লাখ ২৮ হাজার ২৯৮টি। গোপালগঞ্জ-২ আসনে 'হ্যাঁ' ভোট ৩৪ হাজার ৩০২টি এবং 'না' ভোট ১ লাখ ৭ হাজার ২৯০টি এবং গোপালগঞ্জ-৩ আসনে 'হ্যাঁ' ভোট ৩৩ হাজার ৪৯৮টি এবং 'না' ভোট পড়েছে ৯৩ হাজার ৩৬৮টি। অর্থাৎ, গোপালগঞ্জের আসনগুলোতে 'হ্যাঁ' ভোটের চেয়ে কোথাও কোথাও দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ বেশি 'না' ভোট পড়েছে। একইভাবে তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানেও জয়ী হয়েছে 'না' ভোট। এছাড়া ঝিনাইদহ-১, সুনামগঞ্জ-২, চট্টগ্রাম-৮, চট্টগ্রাম-১২ এবং রাজশাহী-৪ আসনেও 'না' ভোট বেশি পড়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যে ১১টি আসনে 'না' জিতেছে, তার মধ্যে ১০টিতে বিএনপি এবং একটিতে জামায়াত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

গণভোটের ফলে অসংগতির অভিযোগ

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এবারের নির্বাচনে মোট ৭ কোটি ৬৯ লাখ ভোটার গণভোটে ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে ৪ কোটি ৮২ লাখ ভোটার 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই গণভোটে 'হ্যাঁ' যুক্ত হয়েছে। এর ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে যে-সব প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, তার একটি প্রাথমিক সমাধান হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এই কারণে যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ফলাফল নিয়ে। কেননা, নির্বাচন কমিশন গণভোট নিয়ে যে ফলাফল শিট তৈরি করেছে, তাতে বেশ কিছু অসংগতি স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। বিশেষ করে, নেত্রকোণার জেলার তিনটি আসনে গণভোটের ফলাফলে বেশ অসংগতি দেখা গেছে। ওই তিন আসনে মোট ভোটারের চেয়ে বেশি দেখানো। যেমন নেত্রকোণা-৩ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ২০ হাজার ৬৮৬টি, কিন্তু ফলাফল শিটে দেখা গেছে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৫ লাখ ২ হাজার ৪৩৮। নেত্রকোণা-৪ আসনে মোট ৩ লাখ ৭৫ হাজার ভোটার থাকলেও, 'হ্যাঁ' ভোট দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ২০ হাজার। আর নেত্রকোণা-৫ আসনে মোট ২ লাখ ৯০ হাজার ভোটার থাকলেও, ফলাফলে 'হ্যাঁ' ভোট দেখানো হয়েছে ৩ লাখ ৭৬ হাজার। 'হ্যাঁ' ভোটের পরিমাণ মোট ভোটারের চেয়ে বেশি হলেও, ফলাফল শিটে তিনটি আসনের দুইটিতে ৫৬ শতাংশ এবং একটি ৫৮ শতাংশ ভোট দেখানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শুক্রবার যে ফলাফল দেওয়া হয়, সেটি পরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নতুন করে আর সংশোধিত কোনো ফলাফল দেওয়া হয়নি। এসব নানা কারণে সংসদ নির্বাচন ও

গণভোটের মধ্যে নানা অসংগতি স্পষ্ট হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ নিয়ে গেজেট প্রকাশ করার পরও, এ নিয়ে নানা আলোচনা দেখা যাচ্ছে। এমন অবস্থায় শনিবার অধ্যাপক আলী রীয়াজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "এটা খুব একটা অস্বাভাবিক না। এটা অস্বাভাবিক হতো, যদি এই পার্থক্যটা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের মতো হতো।„ এই নিয়ে বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে ইসি সচিব আখতার আহমেদের সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান, যে দুইটি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে, সেখানকার ফলাফল ঘোষণা করা হলেও কিছু তারতম্য থাকতে পারে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

স্বাধীনতার বিরোধিতা থেকে সংসদের প্রধান বিরোধী দল, কীভাবে এতদূর এল জামায়াত

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী এককভাবে যত আসন পেয়েছে, তা আগে আর কখনই পায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সরাসরি বিরোধিতা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় দলটির নেতাদের পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী হিসেবে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জড়িত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। সেই ইতিহাসকে সাথে নিয়েই এবার বাংলাদেশের সংসদে প্রধান বিরোধী দলের আসনে বসতে যাচ্ছে জামায়াত। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দলটি স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাজধানী ঢাকায় কোনো আসন পেতে সক্ষম হলো। এবার তারা রাজধানী ঢাকার ১৫টি আসনের মধ্যে পাঁচটি আসনে জয় পেয়েছে, যার একটিতে জিতেছেন দলটির আমির শফিকুর রহমান। ঢাকা জেলার ২০টি আসনে তার জয় সাতটিতে। অবশ্য খুলনায় নিজের আসনে হেরে গেছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। কিন্তু সব মিলিয়ে এবারের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা এককভাবে ৬৮টি সংসদীয় আসনে জয় পেয়েছে এবং এগুলোসহ জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট মোট ৭৭টি আসন নিয়ে এবার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে সংসদে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এবারের নির্বাচনের ফলই বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে জামায়াতের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় অর্জন।

তাদের মতে, নির্বাচনকে ঘিরে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিকূল পরিবেশে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার দক্ষতার পাশাপাশি, অনেক আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী থাকার কারণে দলটি আগের তুলনায় এবার অনেক বেশি আসন পেয়েছে। একইসঙ্গে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের না থাকাটাও, কোনো কোনো জায়গায় জামায়াতকে সুবিধা দিয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। তবে জামায়াত নেতাদের দিক থেকে এ বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি। একজন নেতা বলেছেন, দলীয় বৈঠকে এসব বিষয় পর্যালোচনা করা হবে।

ক্ষমতায় যাওয়ার লড়াই

এবার নির্বাচনের প্রচার শুরুর আগে থেকেই জামায়াত নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ক্ষমতায় যাওয়ার আলোচনা সামনে নিয়ে আসেন এবং সেটিই পুরো নির্বাচনি প্রচারে দল ও জোটের মুখ থেকে উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে সব সময়ই সমালোচনার শিকার হওয়া জামায়াতে ইসলামী এর আগে বিএনপির সঙ্গে মিলে ক্ষমতার অংশীদার হলেও, এককভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা দলটির নেতাদের মুখে এভাবে আগে কখনই শোনা যায়নি। কিন্তু ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দৃশ্যপট পাল্টে যায় এবং পুরোনো মিত্র বিএনপির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান তৈরির চেষ্টা করে দলটি। শেষ পর্যন্ত অনলাইন ও অফলাইনে দলটির নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা এমন প্রচার শুরু করে যে, দলটি ক্ষমতায়ও আসতে পারে। এক পর্যায়ে চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকা তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপিসহ ১০টি দল নিয়ে জোট গঠন করে দলটি।

পরে নির্বাচনি প্রচারের সময় জনসভায় কয়েকজনকে মন্ত্রী করা হবে বলেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। নির্বাচনের দিন ভোট দেওয়ার পর তিনি সরকার গঠন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। দল ক্ষমতায় গেলে কী কী করবেন, গত ২০ জুন তাও তুলে ধরেছিলেন শফিকুর রহমান। বিশেষ করে, ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমে 'জামায়াত ক্ষমতায় যাচ্ছে' এমন একটি প্রচার গড়ে তোলা হয় নির্বাচনের আগে থেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় যাওয়ার বিষয়টি বাস্তবে পরিণত হয়নি। তবে এবারের ভোটে দলটি ৬৮টি আসনে জয় পেয়ে নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো ফল করেছে।

এর আগে, ১৯৯১ সালের নির্বাচনেই এককভাবে অংশ নিয়ে ১৮টি আসন পেয়েছিল জামায়াত। জামায়াতের রাজনীতির একজন পর্যবেক্ষক ও দৈনিক নয়াদিগন্তের সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বলছেন, জামায়াতের নেতৃত্ব, সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই এত আসনে জয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন তিনি। "এর কৃতিত্ব হলো জামায়াত আমিরের। তিনি জামায়াতকে নবজন্ম দিয়েছেন এবং সব ধর্ম ও পেশার মানুষদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছেন। দীর্ঘদিন বৈরী পরিবেশে থেকেও দলটি নির্বাচনে ভালো করার মূল ভিত্তি হলো তাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মি. বাবর বলেন, এবারই ঢাকায় প্রথম আসন জেতা এবং ঢাকার এলিট এলাকা বলে পরিচিত জায়গাগুলোতে জামায়াতের শক্ত অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে এই নির্বাচনে।

প্রসঙ্গত, গুলশান-বনানীকে অনেকে এলিট বা অভিজাত এলাকা বলে থাকেন। এই এলাকায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসনে পাঁচ হাজারেরও কম ভোটের ব্যবধানে জামায়াতের প্রার্থীকে পরাজিত করতে

পেরেছেন। জামায়াত ৩০টি আসনের ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছে। দলটির দাবি, ভোট পুনর্গণনা হলে ঢাকা-১৭সহ অনেক আসনের ফল পাল্টে যাবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ ও এর মাধ্যমে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও, তরুণদের মধ্যে ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারার বিষয় নির্বাচনে আসন বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে। "আওয়ামী লীগ নেই। ফলে তাদের সমর্থকরা হয়ত কোথাও কোথাও বিকল্প হিসেবে জামায়াতকে ভোট দিয়েছে। তবে জামায়াত সারা দেশেই সংগঠনকে সক্রিয় করতে পেরেছে। তরুণদের মধ্যে তাদের অবস্থানও নির্বাচনে ভালো ফল করতে সহায়তা করেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

নিষিদ্ধ থেকে সংসদে

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক অস্তিত্ব দৃশ্যত স্বাধীন বাংলাদেশে বিলীন হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থায় দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অনেকে তখনকার ক্রিয়াশীল কিছু রাজনৈতিক দলে ভিড়ে যান। দলটির বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, চাঁপাইনবাবগঞ্জের লতিফুর রহমানসহ অনেকেই তখন জাসদ ছাত্রলীগ কিংবা জাসদের রাজনীতিতে মিশে যান। দলটির ওয়েবসাইটে বলা আছে যে, এখনকার আমির শফিকুর রহমান নিজেও জাসদ ছাত্রলীগে সক্রিয় ছিলেন। তবে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর জামায়াতের জন্য পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ১৯৭৬ সালের ৩ মে তখনকার রাষ্ট্রপতি এ এস এম সায়েম একটি অধ্যাদেশ জারি করেন, যার মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতার ইস্যুতে জনমনে তীব্র ক্ষোভের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দলটির গোপনে সক্রিয় থাকা নেতারা তখনও জামায়াত নামে দলের কার্যক্রম না শুরু করে ভিন্ন নামে দল গঠন করে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কৌশল নেন। এর ধারাবাহিকতা ১৯৭৬ সালেই আরও কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দল মিলে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই.ডি.এল) নামের একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের ব্যানারে জামায়াতে ইসলামী তৎপরতা শুরু করে। দৃশ্যত, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই জামায়াতে ইসলামীর নেতারা ভিন্ন পরিচয়ে হলেও, স্বাধীন বাংলাদেশের সংসদে প্রথমবারের মতো আসতে সক্ষম হন। জামায়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে আইডিএল-এর ব্যানারে জামায়াতে ইসলামীর ছয়জন এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গোপন থেকে স্বনামে প্রকাশ্যে

আইডিএল-এর ব্যানারে জামায়াত নেতাদের সংসদে যাওয়ার পর ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামীর নামেই একটি কনভেনশন আহ্বান করা হয় দলটির তখনকার একজন নেতা আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে। সেই কনভেনশনেই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত গোলাম আযমের একটি ভাষণ পড়ে শোনানো হয়। এই কনভেনশনে একটি নতুন গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয় এবং তার ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালের ২৭ মে চার দফা কর্মসূচি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের প্রকাশ্য কর্মতৎপরতা শুরু করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির ছিলেন গোলাম আযম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিকে ২২ নভেম্বর ঢাকা ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান তিনি। পরে ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে অসুস্থ মাকে দেখার কথা বলে ঢাকায় এসে তিনি আর ফিরে যাননি। তবে গোলাম আযম স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮১ সালে প্রথম জনসমক্ষে আসেন। যদিও এর আগে ১৯৭৯ সালে জামায়াত সক্রিয় হওয়ার পর থেকে তার নির্দেশনাতেই দলটি পরিচালিত হয়েছে বলে দলটির নেতারা পরবর্তীতে প্রকাশ করেছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত এক নেতা একেএম নাজির আহমেদের বই 'রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী'-তে বলা হয়েছে, "১৯৭৮ সনে দেশে ফেরার পর থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম বারবার আমিরে জামায়াত নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। তার নাগরিকত্ব ছিল না বিধায় রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা পালন করতেন ভারপ্রাপ্ত আমির জনাব আব্বাস আলী খান।„ এর মধ্যে ১৯৮১ সালের মে মাসে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতায় আসেন আরেক সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। এক পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলো এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে তাতে সামিল হয় জামায়াতে ইসলামীও। আন্দোলন সামাল দেওয়ার জন্য এরশাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যখন আলোচনায় বসেন, তখন জামায়াতে ইসলামীকেও ডাকা হয়েছিল। এরশাদ সরকারের অধীনে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। জামায়াতের ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য অনুযায়ী, দলটি সেই নির্বাচনে দলটির ১০ জন এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে জামায়াত অংশ নেয়নি।

সরকার গঠনে ভূমিকা

জেনারেল এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসনে জয়লাভ করে। ওই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও, সরকার গঠনের জন্য অন্য দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তখন জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি এবং মূলত এর মধ্য দিয়েই

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে দলটি। তখন বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে যে অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা হয়, তাতে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ছিল বলে পরে জানা যায়। কিন্তু এর মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তীব্র গণআন্দোলন তৈরি হলে ৯২ সালের মার্চ মাসে গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে 'বিদেশি নাগরিক হয়ে দেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল'। তখন নাগরিকত্বের প্রশ্নে হাইকোর্টে জামায়াত রিট মামলা করে এর পক্ষে রায় পেয়েছিল। কিন্তু তখন সরকার হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে গিয়েছিল। এরপর সুপ্রিমকোর্টে আপিল বিভাগ থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পেয়ে ১৬ মাস জেল খাটার পর মুক্তি পেয়েছিলেন গোলাম আযম। কিন্তু এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দল আন্দোলন গড়ে তুললে তাতেও আলাদা থেকেই শামিল হয় জামায়াত। তখন বিএনপি সরকারের সময়ে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচন বর্জন করেছিল আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ আন্দোলনরত দলগুলো। এক পর্যায়ে সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন, তখনকার খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের জুনে হওয়া নির্বাচনে জামায়াত মাত্র তিনটি আসনে জয় পেতে সক্ষম হয়। পরে আবার বিএনপির সাথে মিলে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলনেও শামিল ছিল জামায়াতে ইসলামী এবং এক পর্যায়ে বিএনপির জোটে জামায়াত সরাসরি যোগ দেয়। তাদের চারদলীয় জোট ২০০১ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুল জয় পেলে প্রথমবারের মতো ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায় জামায়াত। দলটির তখনকার দুই শীর্ষ নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারে মন্ত্রীত্ব পান। পরে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল, তাদের মধ্যেই ওই দু-জনও ছিলেন।

সংকট ও বিপাকে পড়ে নাম বদল

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন- সেই ইস্যুতে রাজনৈতিক সংকট সহিংসতায় রূপ নিলে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ওই সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে হওয়া নির্বাচনে জামায়াত মাত্র দুটি আসনে জয় পায়। ওই বছর নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন পাওয়ার জন্য 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' করা হয়। ওই নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে কোণঠাসা হয়ে পড়ে জামায়াতে ইসলামী। অনেকেই মনে করেন, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য কিংবা নানা প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে এলেও, ১৯৭৯ সালে সক্রিয় হওয়ার ৪০ বছর পর এসে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে চরম কোণঠাসা হয়ে পড়ে দলটি এবং শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালে নিবন্ধন হারিয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়ে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় দলের নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর হয়। এর আগে থেকেই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের সময় দলটির গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতা আটক হলে বেশ চাপের মুখে পড়ে দলটি। ওই বছরেই সংবিধানের সঙ্গে গঠনতন্ত্র সাংঘর্ষিক হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্ট। পরে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে দলটি। এরপর তিনটি নির্বাচনে জামায়াত আর অংশ নেয়নি। ২০১৮ সালের বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিলেও, জামায়াত নেতারা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাজা খাটা অবস্থায় ২০১৪ সালের অক্টোবরে মারা যান গোলাম আজম। একই ধরনের মামলায় ২০১৫ সালে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের এবং ২০১৬ সালে আমির মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসি কার্যকর হলে চরম বিপাকে পড়ে দলটি। ২০২৩ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নিবন্ধন অবৈধ বলে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে দলটির আপিল আবেদন খারিজ করে দেয়। এর ফলে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ই বহাল থাকে। পরে ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর আদালতের নির্দেশে আবার দলটি নিবন্ধন ফিরে পায়।

চারবার নিষিদ্ধ হওয়ার ইতিহাস

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে দলটি দ্বিতীয়বারের মতো নিষিদ্ধ হয়। এর আগে, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের পর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। এর আগে, দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত ব্রিটিশ আমলে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরের ইসলামিয়া পার্কে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে পরের বছরেই এর সদর দপ্তর লাহোর থেকে নেওয়া হয় ভারতের পাঠানকোটে। ধর্মের কথা বলা হলেও অনেকেই মনে করেন, মূলত ভারতের কমিউনিজম বিরোধী শক্তি হিসেবেই এ সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল এবং তখনকার ব্রিটিশ শাসকদের আনুকূল্যও তারা পেয়েছিল। ১৯৪৫ সালে এর প্রথম

কনভেনশন হয় অবিভক্ত ভারতে এবং এর দু'বছর পর দেশভাগের আগ পর্যন্ত এই সংগঠনটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল। ইসলামি সংবিধানের দাবিতে ১৯৪৮ সালে প্রচারণা শুরু করলে পাকিস্তান সরকার জননিরাপত্তা আইনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীকে গ্রেফতার করে। তবে ওই বছর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও জামায়াতের কার্যক্রম শুরু হয়। দু'বছর পর মি. মওদুদী জেল থেকে ছাড়া পান।

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ১৯৫৮ সালে অন্য সব দলের সাথে জামায়াতের কার্যক্রমও নিষিদ্ধ করেন তখনকার সেনা শাসক আইয়ুব খান। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে জামায়াতকে আবার নিষিদ্ধ করা হয়। মওদুদী ও গোলাম আজমসহ অনেককে আটক করা হয়। সে বছরের শেষ দিকে দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ১৫১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে চারটি আসন পায় দলটি। এরপর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয় দলটি। তখন পাকিস্তানি শাসকদের সহযোগিতায় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। এই দলটির নেতৃত্বেই রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনী হয়েছিল যারা ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডসহ যুদ্ধকালীন গণহত্যায় সহযোগিতার জন্য তীব্রভাবে সমালোচিত।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের দেশ ছাড়া নিয়ে এত আলোচনা কেন?

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের আইসিটি ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের পদত্যাগ এবং দেশ ছাড়ার খবর নিয়ে শনিবার দিনভর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা চলেছে। নির্বাচনের ফল আসার ঠিক পরপরই তার দেশত্যাগের বিষয়টি নিয়ে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা এবং সমালোচনা দেখা গেছে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে। একে অন্তর্বর্তী সরকারে থাকা কারও 'প্রথম সেফ এক্সিট' বলেও মন্তব্য করছেন কেউ কেউ। যদিও চলমান বিতর্কের মধ্যেই রোববার রাত ১টার দিকে নিজের দেশ ছাড়া নিয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন মি. তৈয়্যব, যেখানে তিনি লিখেছেন, গত সপ্তাহে কর্মক্ষেত্র থেকে 'আনুষ্ঠানিক বিদায়' নিয়েছেন। আবার 'ছুটি চেয়ে যথাযথভাবে পরিবারের কাছে' যাচ্ছেন উল্লেখ করে দেশে ফেরার জন্য 'রিটার্ন টিকিট' কাটার কথাও একই স্ট্যাটাসে জানিয়েছেন তিনি। এর আগে, তার অধীনে থাকা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সে বিষয়ে কোনো ফয়সালা না করে হুট করে তার দেশ ছাড়ার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তবে বিবিসি বাংলার কাছে মি. আহমদ দাবি করেছেন, আইন আর নীতিতে পরিবর্তন আনার কারণে 'একচেটিয়া ব্যবসায়ী, মাফিয়া আর চোরাকারবারিরা তার পেছনে লেগেছে', যা তিনি অনিয়মের অভিযোগের জবাবে আগেও বলেছেন।

এদিকে, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের দেশ ছাড়াকে 'স্বাভাবিক' বলে মন্তব্য করেন দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তবে, মি.আহমদের দেশ ছাড়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠাকেও যৌক্তিক মনে করেন তিনি।

তার দেশ ছাড়া নিয়ে এত আলোচনা কেন?

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সে বছর নভেম্বরে আইসিটি পলিসি অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগ পান মি. তৈয়্যব। পরের বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে তরুণদের নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিতে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন ছাত্র উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। এর কিছুদিন পর, ২০২৫ সালের ৫ মার্চ প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। পান, একই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। সবশেষ তার পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার আলোচনা শুরুর আগ পর্যন্ত তিনি সে পদেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। এর মধ্যে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন মাধ্যমে খবর আসা শুরু করে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সকালের দিকে দেশ ছেড়েছেন। তার দেশ ছাড়ার বিষয়টি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ থেকে তার গন্তব্য ঠিক কোন দেশে, সে সম্পর্কে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কিছু জানায়নি, এমনকি পরে যখন মি. আহমদ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন, সেখানেও কিছু লেখেননি তিনি। তবে নির্বাচনের দুইদিনের মধ্যে দেশ ছাড়ায় বিভিন্ন মহলে আলোচনার কেন্দ্র চলে এসেছেন তিনি।

এদিকে, দেশত্যাগ নিয়ে তার পোস্টে তিনি দুই রকম দাবি করেছেন, তিনি একবার দাবি করেছেন 'আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়েছেন' এবং একই স্ট্যাটাসের আরেক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন 'ছুটি চেয়ে যথাযথভাবেই পরিবারের কাছে যাচ্ছি'। ফেসবুকে নিজের স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, ফেব্রুয়ারির ৮, ৯ ও ১০ তারিখে আইসিটি, পিটিডি ও বিটিআরসি থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়েছেন তিনি। "১০ ফেব্রুয়ারি অফিসিয়ালি শেষ কর্ম দিবস ছিল। সেদিন কর্মকর্তা, কর্মচারী সবার সাথে একসাথে ফেয়ারওয়েল ডিনার করেছি। গান গেয়ে বিদায় দিয়েছেন আমার সহকর্মীরা, ওয়ালে পাবেন।„ স্ট্যাটাসে নিজের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি, 'নতুন চাকরির খোঁজ' আর 'পরিবারকে সময় দেওয়ার' বিষয়ে উল্লেখ

করেন তিনি। একইসাথে '১ টাকাও দুর্নীতি' করেননি দাবি করে নিজের সততার বিষয়ে তিনি লেখেন "একটা শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয়ে নতুন ব্যবস্থাপনা, নতুন প্রযুক্তি এবং স্বচ্ছতা এনেছি। সবগুলো পুরোনো আইন ও পলিসি পরিবর্তন করতে পাগলের মতো খেটেছি। এগুলো প্রায় পাঁচ বছরের কাজ। বিশ্বাস না হলে কোনো পেশাদার গবেষণা সংস্থা এবং অডিট ফার্ম দিয়ে যাচাই-বাছাই করে নিয়েন।„

বিবিসিকে যা বললেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

অন্তর্বর্তী সরকারে মি. আহমদের সময়কালে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে গত বছরের মাঝামাঝি রাষ্ট্রীয় কেনাকাটার বিষয়ে বড়ো অঙ্কের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা একটি প্রকল্প চালু রাখতে দুর্নীতি দমন কমিশন- দুদককে চিঠি পাঠিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। যদিও সে সময় সাংবাদিকদের কাছে তিনি দাবি করেছিলেন, চিঠিতে তারা কেবল দুদক চেয়ারম্যানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন। এর বাইরে কোনো নির্দেশ দেননি। এটি না হলে ৬০০ কোটি টাকা গচ্চা যাবে। সেসময় মি. তৈয়্যব দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পর থেকেই কতিপয় মিডিয়া ও স্বার্থান্বেষী কমিউনিকেশন মাফিয়াদের রোষানলে পড়েছেন তিনি। এছাড়া, মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদে তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরিবারের সদস্যকে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেটি তিনি সে সময় স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। সবশেষ গত ১০ ডিসেম্বর তার পদত্যাগের দাবিতে সার্ক ফোয়ারা মোড় অবরোধ করেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। তাদের অভিযোগ ছিল, ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার- এনইআইআর-এর মাধ্যমে প্রতিটি মোবাইল ফোনকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হলে লাখ লাখ ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নতুন এ নিয়মের কারণে বিশেষ একটি গোষ্ঠী লাভবান হবে এবং বাড়তি করের চাপে গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল হ্যান্ডসেটের দাম বেড়ে যাবে। এমন নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই নির্বাচন শেষ হওয়া মাত্র মি.আহমদের দেশ ছাড়া নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কেন তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগের মুখোমুখি না হয়ে হুট করেই বিদেশে পাড়ি দিলেন তিনি? বিষয়টি নিয়ে বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি।

তবে, হোয়াটসঅ্যাপে মি. আহমদ বিবিসির প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি জানিয়েছেন, 'আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়ে যথাযথ নিয়মেই, তিনি দেশ ছেড়েছেন। দেশ ছাড়ার কারণ হিসেবে তিনি দাবি করেন, "সব আইন আর নীতিতে পরিবর্তন আনার কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী, মাফিয়া আর চোরাকারবারিরা আমার পেছনে লেগেছে।„ একইসাথে তিনি দাবি করেন, দেশেই ইতিহাসে তিনিই একমাত্র 'মন্ত্রী' ছিলেন, যিনি কোনো লাইসেন্স দেননি। 'আইটি বিশেষজ্ঞ' দিয়ে বিবিসিকে তার কাজের 'গভীরতা' মাপার পরামর্শও দেন তিনি।

কী বলছেন বিশ্লেষকেরা?

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ- টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান মনে করেন, যেহেতু পদটিতে যোগ দিতে তিনি বিদেশ থেকেই এসেছিলেন, সেহেতু মেয়াদের শেষ দিকে এসে বিদেশে ফেরত যাওয়াকে পালানোর 'ন্যারেটিভ' দেওয়া প্রযোজ্য না। তবে, দুর্নীতির এত অভিযোগ ওঠা আর নির্বাচনের দু-দিন পর দেশ ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠাকে 'যৌক্তিক' বলে মনে করেন তিনি। এছাড়া, মি. আহমদের দায়িত্বে থাকা সময়ে জারি করা কয়েকটি অধ্যাদেশ নিয়েও বিতর্ক আছে। কারণ সেগুলো অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় হয়নি। বরং অনেকের মতে, অংশগ্রহণের নামে লোক দেখানো কিছু হয়েছিল। "যখন মিডিয়া থেকে সমালোচনা হয়েছে, সমালোচকদের বিরুদ্ধে অনেক ধরনের অপপ্রচারও করেছে তার কার্যালয় থেকে। এ বিষয়গুলো ছিল বেশ বিতর্কিত,„ বলেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। চিঠি পাঠিয়ে দুদকের কাজে হস্তক্ষেপ করায় সেসময় প্রতিবাদও জানিয়েছিল টিআইবি। ফলে মি.আহমদের সময়ে তার মন্ত্রণালয়ে সরাসরি কোনো দুর্নীতির ঘটনা হয়ে থাকলে তা তদন্তের বিষয়। "কিন্তু এমন না যে, এসব অভিযোগের প্রমাণ না হলে তিনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এমন কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা আমি দেখি না।„ পরবর্তী সময়ে যদি ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের বিরুদ্ধে অভিযোগের নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকে, সেক্ষেত্রে তদন্তের সময় যথাযথ প্রক্রিয়ায় তার উপস্থিতি নিশ্চিত করে 'জবাবদিহিতার' আওতায় আনতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইফতেখারুজ্জামান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

কী বলছেন বিশ্লেষকেরা?

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ- টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান মনে করেন, যেহেতু পদটিতে যোগ দিতে তিনি বিদেশ থেকেই এসেছিলেন, সেহেতু মেয়াদের শেষ দিকে এসে বিদেশে ফেরত যাওয়াকে পালানোর 'ন্যারেটিভ' দেওয়া প্রযোজ্য না। তবে, দুর্নীতির এত অভিযোগ ওঠা আর নির্বাচনের দু-দিন পর দেশ ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠাকে 'যৌক্তিক' বলে মনে করেন তিনি। এছাড়া, মি. আহমদের দায়িত্বে থাকা সময়ে জারি করা কয়েকটি অধ্যাদেশ নিয়েও বিতর্ক আছে। কারণ সেগুলো অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় হয়নি। বরং অনেকের মতে, অংশগ্রহণের নামে লোক দেখানো কিছু হয়েছিল। "যখন মিডিয়া থেকে সমালোচনা হয়েছে, সমালোচকদের বিরুদ্ধে অনেক ধরনের অপপ্রচারও করেছে তার কার্যালয় থেকে। এ বিষয়গুলো

ছিল বেশ বিতর্কিত,„ বলেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। চিঠি পাঠিয়ে দুদকের কাজে হস্তক্ষেপ করায় সেসময় প্রতিবাদও জানিয়েছিল টিআইবি। ফলে মি.আহমদের সময়ে তার মন্ত্রণালয়ে সরাসরি কোনো দুর্নীতির ঘটনা হয়ে থাকলে তা তদন্তের বিষয়। "কিন্তু এমন না যে, এসব অভিযোগের প্রমাণ না হলে তিনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এমন কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা আমি দেখি না।„ পরবর্তী সময়ে যদি ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের বিরুদ্ধে অভিযোগের নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকে, সেক্ষেত্রে তদন্তের সময় যথাযথ প্রক্রিয়ায় তার উপস্থিতি নিশ্চিত করে 'জবাবদিহিতার' আওতায় আনতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইফতেখারুজ্জামান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

সরকারের আকার ছোট হচ্ছে, বিএনপির মন্ত্রিসভায় জায়গা পাচ্ছেন কারা?

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর, এখন সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হতে যাওয়া নতুন এই মন্ত্রিসভার চেহারা কেমন হতে যাচ্ছে এবং সেখানে কারা জায়গা পেতে যাচ্ছেন, সেটি নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নতুন মন্ত্রিসভায় দলের তরুণ নেতারা কতটা স্থান পাচ্ছেন এবং সমমনা দলগুলোকে রাখা হচ্ছে কি-না, এসব প্রশ্ন ঘিরেও বিভিন্ন মহলে নানান আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হতে দেখা যাচ্ছে। এমনকি মন্ত্রিসভায় রাখার জন্য বিজয়ীদের কারো কারো পক্ষে ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানোর ঘটনাও চোখে পড়ছে। যদিও বিএনপির পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নতুন মন্ত্রিসভার আকার ও চেহারার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে তারেক রহমানের প্রথম মন্ত্রিসভা বা সরকারের আকার ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের তুলনায় 'অনেকটাই ছোট' হতে যাচ্ছে বলে জানতে পেরেছে বিবিসি বাংলা। এক্ষেত্রে গঠন ও আকৃতিতে পরিবর্তন এনে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যাও কমিয়ে ত্রিশের নিচে নামিয়ে আনার চিন্তা করছে বিএনপি। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমিয়ে আনার ফলে একদিকে সরকারের 'কাজ যেমন সহজ হবে', তেমনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করে দলটি। বিএনপির নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানতে পেরেছে বিবিসি বাংলা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলা ওইসব নেতারা এটাও জানিয়েছেন যে, নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে নবীন ও প্রবীণের মিশেলে। নিজ দলের বাইরে ভোটে জয় পাওয়া সমমনা অন্য দলগুলোর নেতাদের মধ্যেও অনেকে সেই মন্ত্রিসভায় স্থান পেতে যাচ্ছেন বলে আভাস দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা। নতুন মন্ত্রিসভায় নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা।

তিন ডজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী

এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন আসন থেকে যারা জয় পেয়েছেন, তাদেরকে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি শপথ গ্রহণ করানোর কথা রয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ওইদিন সকাল ১০টায় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন বলে অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক সূত্র বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছে। এরপর একই দিন বিকেলে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান হবে। নিয়ম অনুযায়ী, বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন মন্ত্রিসভার শপথ পড়াবেন। এবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফসহ অনেক দেশের সরকারপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এর বাইরে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হতে যাওয়া বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান তার মন্ত্রিসভার আকার ছোট রাখার কথা ভাবছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সরকার কাঠামোতে যে ৪৩টি মন্ত্রণালয় রয়েছে, সেটির সংখ্যা কমিয়ে ত্রিশের নিচে নামিয়ে আনার কথা ভাবছেন তিনি। এক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের দেড় দশকের শাসনামলে যে-সব মন্ত্রণালয়কে ভেঙে আলাদা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমানোর চিন্তা করা হচ্ছে। এছাড়া, একই খাত নিয়ে কাজ করছে, এমন কিছু মন্ত্রণালয়কে একটি ছাতার নিয়ে আসার বিষয়টিও ভেবে দেখছে বিএনপি। শেষ পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়ন করা হলে সড়ক পরিবহণ ও রেল একই মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলে আসতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। নতুন মন্ত্রিসভায় দুই ডজনের মতো পূর্ণমন্ত্রী থাকতে পারে বলে ধারণা দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা। এর বাইরে, এক ডজনের মতো উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী রাখা হতে পারে বলেও জানিয়েছেন তারা।

ডাক পাচ্ছেন কারা?

এবারের মন্ত্রিসভায় অভিজ্ঞ প্রবীণ নেতাদের পাশাপাশি, মেধাবী তরুণদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন বিএনপির নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা। এর মধ্যে তুলনামূলক কম বিতর্কিত ও অতীতে সফলভাবে মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন- এমন অভিজ্ঞ নেতারা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু মেধাবী- এ রকম তরুণ নেতারা পাচ্ছেন উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। বিএনপির সিনিয়র

নেতাদের মধ্যে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ, মীর্জা আব্বাস, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুসহ আরও বেশ কয়েক জনের নাম আলোচনায় রয়েছে। নারীদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদের নামও আলোচনায় রয়েছে। এর মধ্যে মিজ ওবায়েদ এবারের নির্বাচনে ফরিদপুর-২ আসন থেকে জয় পেয়েছেন। এছাড়া, তরুণ নেতাদের মধ্যে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে যারা মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন, তাদের মধ্যে আলোচনায় রয়েছেন, লক্ষ্মীপুর সদর আসন থেকে বিজয়ী বিএনপি নেতা শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, টাঙ্গাইল-৫ থেকে নির্বাচিত সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এবং ঢাকা-৬ আসনে জয়লাভ করা ইশরাক হোসেন।

নেতাদেরকে সরকারে রাখতে চায় বিএনপি

এবারের নির্বাচনে মিত্র দলের সাতজন নেতা নিজ দল ছেড়ে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করেন। তাদের মধ্যে ঢাকা-১৩ আসন থেকে ববি হাজ্জাজ এবং লক্ষ্মীপুর-১ আসন থেকে শাহাদাত হোসেন সেলিম জয় পেয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে তাদের নামও আলোচনায় আছে। বিগত সময় বিএনপির সঙ্গে যারা যুগপৎ আন্দোলনে ছিলেন, সেই মিত্র দলগুলো থেকে মাত্র তিনজন জয় পেয়েছেন। তারা হলেন- বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) আন্দালিভ রহমান পার্থ, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি এবং গণঅধিকার আন্দোলনের নেতা নুরুল হক নুর। তারা তিনজনই নতুন মন্ত্রিসভায় ডাক পেতে পারেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা। অন্যদিকে, সিনিয়র নেতাদের মধ্যে যারা এবারের মন্ত্রিসভায় থাকছেন না, তাদের মধ্যে কেউ কেউ জায়গা পেতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পরিষদে। তাদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানকে তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা করা হতে পারে। কিন্তু আলোচনায় যাদের নামই থাকুক না কেন, মন্ত্রিসভায় শেষ পর্যন্ত কাদের জায়গা হচ্ছে এবং কে, কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাচ্ছেন, আগামী মঙ্গলবার শপথ অনুষ্ঠানের পরই সেটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

নির্বাচনের পর হাতিয়ায় এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ, কী ঘটেছে, কেন এত আলোচনা?

নোয়াখালীর হাতিয়ায় নির্বাচনের পরদিন একজন নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। ওই নারী অভিযোগ করেছেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপিকে ভোট দেওয়ার কারণে তাকে ধর্ষণ ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে যখন এই অভিযোগ করছিলেন, সে সময়ের ভিডিও বিবিসির কাছে এসেছে। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি এ-ও অভিযোগ করছিলেন যে, বৃহস্পতিবার নির্বাচনের পর থেকেই তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। শুক্রবার রাতে তার স্বামীকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলেও দাবি করেন তিনি। এই ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে ওই নারী অভিযোগ এনেছেন, তারা বিএনপির কর্মী বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই নারী এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নোয়াখালীর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট চিকিৎসক ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, শনিবার বিকেল ৫টার দিকে একজন মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন। চিকিৎসার অংশ হিসেবে তার শারীরে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ধর্ষণ হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে এখনো পরীক্ষা করা হয়নি। এই পরীক্ষার জন্য পুলিশ বা আদালতের চাহিদা বা অনুমতি প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন ওই চিকিৎসক।

এদিকে, রোববার সকালে ১০টায় নোয়াখালী জেলার পুলিশ সুপার টি এম মোশাররফ হোসেন ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ওই নারীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তবে, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এখনো কোনো মামলা হয়নি এবং ধর্ষণের পরীক্ষার জন্য হাসপাতালেও পুলিশ থেকে কোনো পত্র দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। এরই মধ্যে, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে এমন অভিযোগের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিখেছেন, ঘটনাটি তিনি বিএনপির শীর্ষ নেতার কাছে তুলবেন। একইসাথে দলটির অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র-শিবির এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। এদিকে, হাতিয়ার ওই এলাকাটি নোয়াখালী-৬ আসনে পড়েছে। এই আসনে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন এনসিপির নেতা আব্দুল হান্নান মাসউদ। এই ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মি. মাসউদ। ঘটনাটির তদন্তের আগেই নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন মন্তব্য করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মি. মাসউদ। যদিও বিএনপি নেতারা বলছেন, নির্বাচন পরবর্তীতে একটি ঘটনাকে ইস্যু বানিয়ে তদন্ত হওয়ার আগেই পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এবং পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ওই নারীর সাথে মোবাইলে কথা বলে আইনি সহযোগিতাসহ সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বিকেলে গণমাধ্যমকে হাতিয়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা জানিয়েছেন।

শুক্রবার রাতে কী ঘটেছে?

ওই নারী নোয়াখালীর নলেরচর এলাকার একটি আশ্রায়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা বলে জানান। সরকারের তৈরি এই আশ্রয়ণ প্রকল্পগুলোতে ভূমিহীন মানুষের বাসস্থান। শনিবার বিকেলে নোয়াখালীর জেনারেল হাসপাতালে স্থানীয় সাংবাদিকরা ওই নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিওতে দেখা যায়, ওই নারী দাবি করেন, নির্বাচনের দিন বৃহস্পতিবার থেকে হুমকি পাওয়ায়, শুক্রবার রাতে চাচাতো বোনের বাড়িতে চলে যান তিনি। সেখানেও ভাঙচুর ও হামলা চালানো হয়। পরে তার স্বামী তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে রাত ১১টার দিকে তিন ব্যক্তি এসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এসব কথা বলার সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন এই নারী। তিনি দাবি করেন, শুক্রবার রাতে ধর্ষণ করার পর আবার শনিবার ভোর ৬টা সাড়ে ৬টার দিকে আবার ১০-১২ জন ব্যক্তি আসেন। সেসময় তার স্বামীকে মারধর করে আবার তাকে নিয়ে যায় বলে দাবি করেন এই নারী। এই ঘটনার পর ওই নারীর নিরাপত্তায় হাসপাতালে সাত সদস্যের একটি পুলিশের দল মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, ওই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ `বানোয়াট ও মিথ্যা,।

'ধর্ষণের ক্ষেত্রে আইনি কর্তৃপক্ষের চাহিদা লাগে'

নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী জানান, ধর্ষণের পরীক্ষার জন্য পুলিশ বা আদালতের রিকুইজিশন লাগে। বিবিসি বাংলাকে মি. চৌধুরী বলেন, "আমরা যথারীতি ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। পরে চিকিৎসার অংশ হিসেবে ওনাকে যতটুকু পরীক্ষা করার, সেটা পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ধর্ষণের ক্ষেত্রে আইনি কর্তৃপক্ষের চাহিদা লাগে, রিকুইজিশন লাগে ধর্ষণের বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য। সেটি আসলে ফরমালি আমরা এখনো পাইনি। এসপি সাহেবের সাথে কথা হয়েছে আমার। ওনারা যদি আমাদের কাছে রিকুইজিশন পাঠান, তাহলে আমরা পরীক্ষা করতে পারবো।„ এই চিকিৎসক জানান, রোববার সকাল ১০টার দিকে পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক ওই নারীকে দেখতে হাসপাতালে গেলে চাহিদাপত্রের বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। "আমি ওনাকে বলেছি, ফরমাল পরীক্ষার জন্য আমাদের তো আইনি কর্তৃপক্ষের চাহিদাপত্র লাগে। আপনারা দেবেন বা ভিকটিম যদি কোর্টে মামলা করে, আমাদের কাছে চাইতে হবে। তখন আমরা একটা মেডিক্যাল বোর্ড করে যাবতীয় পরীক্ষা সম্পন্ন করে পরীক্ষা শেষে একটা প্রতিবেদন দিতে পারবো,„ বলেন মি. চৌধুরী। তবে, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে হাসপাতালে কোনো চাহিদাপত্র দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

পুলিশ কী বলছে?

নোয়াখালীর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে ওই নারীর সাথে সকালেই দেখা করেছেন পুলিশ সুপার টি এম মোশাররফ হোসেন। এ বিষয়ে জানতে কয়েকবার তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে, নোয়াখালী সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লিয়াকত আকবর বিবিসি বাংলাকে জানান, শনিবার আশ্রায়ণ প্রকল্পের ওই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন তিনি। "আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে মারধরের আমরা সত্যতা পেয়েছি। কিন্তু ধর্ষণের বিষয়টি আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি,„ বলেন মি. আকবর। নোয়াখালী-৬ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আব্দুল হান্নান মাসউদ দাবি করেন, নির্বাচনের ফলাফলের পর ওই এলাকায় ব্যাপক হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। হামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। মি. মাসউদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মহিলার অভিযোগ সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। এটার আমার ধারণা নাই। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, লিগ্যাল প্রসেসে তো যাবে। যেই নিয়মে হওয়ার কথা, মহিলার আগে শারীরিক পরীক্ষা করবে তারপর মন্তব্য করবে। তার আগে কীভাবে এসপি মন্তব্য করে?„ এদিকে, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চেয়েছেন। মি. নাসিরের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে তিনি এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল বলে উল্লেখ করেছেন। "সকল প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ, ভিডিও বক্তব্য, চিকিৎসা নথি এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিস্তারিত যাচাই-বাছাই পর্যালোচনা করে এ পর্যন্ত হাতিয়ার ঘটনাটি অনেকের কাছেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পরিকল্পিত বয়ান বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে,„ ফেসবুকে লিখেছেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

নির্বাচনে বড়ো ম্যান্ডেট পাওয়া বিএনপির সামনে এরপর কী?

বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি বড়ো রাজনৈতিক ম্যান্ডেট পেয়ে এখন সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ে পাওয়া এই ম্যান্ডেট দলটিকে এককভাবে দেশের সংবিধান সংশোধনসহ সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর, অনুষ্ঠিত প্রথম এই নির্বাচনে বড়ো ম্যান্ডেট পাওয়া এই দলটির ওপর তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার চাপও থাকবে বেশি। দেশটিতে বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বিভক্তি ও অস্থির এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনকে ঘিরে ঐক্য এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার বিষয়েই মূল প্রত্যাশা ছিল সাধারণ মানুষের। ভোটের পরে মানুষের মধ্যে স্বস্তি কাজ

করছে। দেশের রাজনীতি স্থির হবে, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরবে, এমন আশা-প্রত্যাশার কথা আসছে। আবার শঙ্কাও আছে। কারণ, সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যখন কোনো দল সরকার গঠন করে, তখন তাদের 'ফ্যাসিবাদী বা কর্তৃত্ববাদী' শাসক হওয়ার সুযোগ থাকে। এর উদাহরণ হিসেবে আসছে শেখ হাসিনার শাসনকাল। দেশে নজিরবিহীন বিদ্বেষ-বিভাজনের মধ্যে বিএনপির জয়ে মানুষের স্বস্তি; আবার শঙ্কা, দুটি বিষয়ই রয়েছে বিএনপির সামনে। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন সরকার গঠনের পর কোন পথে হাঁটবে বিএনপি?

যদিও নির্বাচন জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সিঁড়িতে পা ফেলা বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, বিভক্তির বদলে ঐক্য ও শান্তি, স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনাই তাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হবে। এবারের নির্বাচনে ভূ-রাজনীতির ইস্যুও বেশ আলোচনায় ছিল। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারত-পাকিস্তান, চীন এবং বৃহত্তর পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর বাংলাদেশের এই নির্বাচনের দিকে আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি নজর ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ঢাকায় এই দেশগুলোর কূটনীতিকদের তৎপরতা দৃশ্যমানও হয়েছে। ঢাকায় কূটনীতি বিষয়ে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ে বাংলাদেশের সহযোগী ওই দেশগুলো বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারত বেশি স্বস্তি পেয়েছে। তবে ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কীভাবে ভারসাম্য রাখবে, সেটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে বাংলাদেশের নতুন নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের জন্য। প্রসঙ্গত, জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের একটিতে আগেই নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ২৯৯টি আসনে ভোট হওয়ার পর দুটিতে ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। ফলে ২৯৭টি আসনের ফলাফলে বিএনপি এককভাবে ২০৯টি ও তাদের মিত্র দলগুলো তিনটি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোট পেয়েছে ৭৭টি আসন। এর মধ্যে জামায়াত এককভাবে পেয়েছে ৬৮টি এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি পেয়েছে ছয়টি আসন।

বড়ো চ্যালেঞ্জ আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সাড়ে পনেরো বছরের শাসনের পতনের পর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো সে সময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই বাহিনীগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সদস্যদের একটা বড়ো অংশের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে হত্যাকাণ্ড চালানোসহ দমন-পীড়নের অভিযোগ ওঠে। তাদের অনেকে গ্রেফতার হন এবং অনেকে পালিয়ে যান। গণ-অভ্যুত্থানের পরে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার তাদের আঠারো মাসের শাসনে পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে কতটা কার্যকর অবস্থানে আনতে পেরেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে বিশ্লেষকদের। এমন প্রেক্ষাপটে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েই সবচেয়ে বেশি সমালোচনা রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে। ওই সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। মানবাধিকার সংগঠক নূর খান লিটনের বক্তব্য হচ্ছে, গণ-অভ্যুত্থানের পর পরই মব বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতাচ্যুতদের বাড়ি-ঘরে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুরের যে ধরনের ঘটনা ঘটে, তা অব্যাহত থাকে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়টাতে। এসব ঘটনার অনেক ক্ষেত্রে ওই সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

যদিও এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যেই সেনাবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকায় গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা নতুন রাজনৈতিক সরকারের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। বিএনপিও বলেছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই তাদের প্রথম লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন বেশ কঠিন হবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। শেখ হাসিনার শাসনের শেষ পর্যায়ে দেশের ব্যাংকখাত ভেঙে পড়েছিল; বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল অর্থনীতি। অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে বলা হয়ে থাকে। তবে অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে রয়েছে। ফলে অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানো নতুন সরকারের আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ বলে বিএনপির নেতারাই বলছেন। সেজন্য এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার বিষয়কে অগ্রাধিকারের তালিকায় দুই নম্বরে রাখার কথা বলছেন তারা।

অন্তর্ভুক্তিমূলক বা ঐক্য কতটা সম্ভব

বাংলাদেশের বিভক্তি ও প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে বছরের পর বছর ধরে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বিভক্তি ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বেড়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন। তারা বলছেন, আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনে প্রতিহিংসার শিকার ছিল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও তাদের মিত্ররা। এর প্রভাবে রাজনীতিসহ সমাজেও বিভক্তি বেড়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনে বিদ্বেষ-বিভাজন বেড়ে নজিরবিহীন অবস্থায় পৌঁছেছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বললে তারা ওই বক্তব্য মানতে রাজি নন। কিন্তু আমেরিকার পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের শিক্ষক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, দল হিসেবে অন্যতম একটি প্রধান দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। ফলে

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হলো কিনা, সেই প্রশ্ন থেকে যায়। ভোটের আগে ও পরে বিএনপি নেতা তারেক রহমান বলেছেন, তারা সমাজের বিভক্তি দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করছেন। এই অঙ্গীকার কীভাবে, কতটা বাস্তবায়ন করবেন, সেই সন্দেহ আছে বিশ্লেষকদের।

বিএনপির পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ এখন দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় নেই। সে কারণে একটা রাজনৈতিক শূন্যতায় বিএনপির পুরোনো মিত্র জামায়াতে ইসলামীই নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং সংসদেও প্রধান বিরোধী দলের আসনে বসছে। পুরোনো মিত্র হলেও জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হয় কয়েক বছর আগে। আওয়ামী লীগের পতনের পর বিএনপি-জামায়াতের টানাপড়েনের সেই সম্পর্ক বৈরীতায় রূপ নেয়। ভোটের আগে নির্বাচনি প্রচারণায় দুই পক্ষের বৈরিতার উত্তেজনাও দেখা যায়। গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল এনসিপিও জামায়াতের জোটে রয়েছে। এই জোট সংসদে শক্ত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করার কথা বলছে। রাজনীতির মাঠেও জামায়াতে ইসলামী একটি সংগঠিত শক্তি। ফলে সংস্কারের জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন ইস্যুতে জামায়াত জোট বিএনপিকে চাপে রাখার চেষ্টা করবে। বিশ্লেষক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ বলেন, সংসদে বিরোধী জোটকে সামলানো বিএনপির জন্য চ্যালেঞ্জ হবে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগকে যেহেতু এতদিন রাজনীতিতে জায়গা দেওয়া হয়নি। এই দলটিও রাজনৈতিক সরকারের সময় সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাদের কতটা জায়গা দেবে বিএনপির নতুন সরকার, সেটিও প্রশ্ন।

'বেশি স্বস্তি পেয়েছে ভারত'

বাংলাদেশের এবারের নির্বাচনের দিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো এবং ভারত, পাকিস্তান, চীনের যে বেশি নজর ছিল, তার প্রমাণ দেখা গেছে, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরপরই বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছে ওই দেশগুলো। ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরা টেলিফোন করেও কথা বলেছেন মি. রহমানের সঙ্গে। সাবেক কূটনীতিক মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বিবিসিকে বলেন, বিএনপির এই জয়ে পশ্চিমা দেশগুলোসহ বাংলাদেশের সহযোগীরা স্বস্তি পেয়েছে। বেশি স্বস্তি পেয়েছে ভারত। এর পেছনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলোর রাজনৈতিক আদর্শের বিষয় রয়েছে বলে মনে করেন মি. আহমেদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি মধ্যপন্থি এবং কখনও কখনও উদার দক্ষিণপন্থি দল হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছিল। কিন্তু এবার নির্বাচনে দলটি নিজেদের উদারপন্থি দল হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। ভোটে বিজয়ের পরে তারেক রহমানের সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও বলেছেন, নির্বাচনে এবার উদারপন্থার বিজয় হয়েছে। মুন্সি ফয়েজ আহমেদের বক্তব্য হচ্ছে, আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির বাইরে অন্য যে দলগুলো আছে, তাদের মধ্যে জামায়াতসহ প্রভাবশালী দলগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে এবং ডানপন্থি দল হিসেবে পরিচিত।

যদিও, জামায়াতের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের মনোভাব আগের থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে এ মুহূর্তে বিএনপির বিকল্প অন্য দলগুলো নয় বলে মি. আহমেদ মনে করেন। সে কারণেই বিএনপির বিজয়ে তাদের স্বস্তি। আরেকজন সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবিরও পরিস্থিতিটাকে একইভাবে দেখেন। তবে ভারতের স্বস্তি যে বেশি, এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাবেক কূটনীতিকেরা বলছেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারতে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই অবস্থান করছেন। সে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মুন্সি ফয়েজ আহমেদ মনে করেন, একটা ভালো সম্পর্ক দুই দেশেরই প্রয়োজন। আঠারো মাসের বৈরিতা থেকে ভারতও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার তাগিদ অনুভব করছে। সেজন্য রাজনৈতিক সরকারের জন্য তাদের অপেক্ষা ছিল। তিনি বলেন, "এখন ডানপন্থিদের বাইরে বিএনপি সেই সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। সেজন্য ভারতের স্বস্তিটা বেশি।„

ভূ-রাজনীতি, ব্যালান্স করাই চ্যালেঞ্জ

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভূ-রাজনীতিতে আঞ্চলিক ও বৃহত্তর পরিসর, দুটি ক্ষেত্রেই ব্যালান্স করাটা বিএনপি সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। আঞ্চলিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের শাসনে ভারতের সঙ্গে আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারতের শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক টিকে রয়েছে। তবে পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছে, যা অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যমানও হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে চীনের বড়ো বিনিয়োগ রয়েছে। এই দেশের সঙ্গেও আওয়ামী লীগ সরকারের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। চীন ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যালান্স করে চলাটা আওয়ামী লীগের জন্যও বেশ চ্যালেঞ্জের ছিল বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির বলেন, যদিও ভারত এখন সম্পর্ক উন্নয়নের তাগিদ অনুভব করছে। বিএনপির রাজনৈতিক সরকার সেই সম্পর্কের টানাপড়েন কাটিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু সেখানে সমস্যাটা হতে পারে পাকিস্তানকে ঘিরে। এছাড়া, একইসঙ্গে চীন ও ভারতের মধ্যে ভালো সম্পর্ক অব্যাহত রাখাটাও বিএনপির জন্য কঠিন হতে পারে বলে মি. কবির মনে করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্ব পরিসরে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে, সেটিও একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ

অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে ভোটের কয়েকদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ যে ট্যারিফ চুক্তি সই করেছে। তাতে বলা আছে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কোনো বিষয় এলে, সেখানে তৃতীয় কোনো পক্ষ ভূমিকা রাখতে পারবে না। বিএনপি নেতারা পরিস্থিতিটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখতে রাজি নন।

দলটির নীতি-নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নবনির্বাচিত এমপি আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিবিসি বলেন, তারা একটি দেশের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়বেন না অর্থাৎ, একটি দেশকে ঘিরেই পররাষ্ট্রনীতি তারা নেবেন না। আওয়ামী লীগের শাসনামলে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় বারবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোচনায় এসেছে। সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে বিএনপি নেতার বক্তব্যে। অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবার আগে বাংলাদেশ-নির্বাচনে বিএনপির এই স্লোগানের কথাও উল্লেখ করেন মি. চৌধুরী। তিনি বলেছেন, নিজ দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা রক্ষা করে বিএনপির নতুন সরকার যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত-পাকিস্তানসহ সব দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষা করবে। এতে কোনো চ্যালেঞ্জ বা ভারসাম্য রাখার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকবে না বলে বিএনপি মনে করছে। তবে ভূ-রাজনীতির আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিসরে বাস্তবতা ভিন্ন বলে উল্লেখ করছেন বিশ্লেষকেরা।

(বিবিসি ওয়ে পেজ : ১৫.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ ১৭ ফেব্রুয়ারি

আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিতরা ও মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবেন। আজ রোববার সকালে সরকারের একটি সূত্র বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ওইদিন সকালে সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানো হবে জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে। এরপর ওইদিন বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান হবে। চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী, এবারও রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন। গতকাল শনিবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ নিজেও এ কথা জানান। এবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ ১৩ জন রাষ্ট্র প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ এলিনা)

আকাশবাণী কলকাতা

বাংলাদেশে নবনির্বাচিত সংসদ ও মন্ত্রিসভার শপথ আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি

বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সাংসদ ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, সে দেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হয়েছে।

(আকাশবাণী কলকাতা: ১৩:৩০ ঘ, ১৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

এনএইচকে

রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাভালনিকে মারাত্মক বিষ প্রয়োগের অভিযোগ ইউরোপীয় দেশগুলোর

ইউরোপের একাধিক সরকার জানিয়েছে যে, তারা নিশ্চিত যে, প্রয়াত রুশ-বিরোধী নেতা আলেক্সি নাভালনিকে মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। নাভালনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একজন শীর্ষ সমালোচক ছিলেন, যিনি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আর্কটিকের একটি কারাগার কলোনিতে মারা যান। শনিবার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন এবং নেদারল্যান্ডস এক যৌথ বিবৃতিতে জানায় যে, তাদের এই সিদ্ধান্ত নাভালনির নমুনা বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট করা লক্ষণের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। বিবৃতিতে বলা হয় যে, এই বিশ্লেষণগুলো দক্ষিণ আমেরিকার বিষাক্ত ডার্ট ব্যাঙের মধ্যে পাওয়া এক ধরনের বিষ, এপিবাটিডিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, রাশিয়ায় প্রাকৃতিকভাবে এই বিষ পাওয়া যায় না। বিবৃতিতে এও বলা হয়, "নাভালনি কারাগারে থাকাকালীন মারা গেছেন, যার অর্থ রাশিয়ার কাছে তাকে এই বিষ প্রয়োগ করার উপায়, উদ্দেশ্য এবং সুযোগ ছিল। এটি দাবি করে যে, রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্র ও অন্যান্য চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং এইসব ইউরোপীয় দেশ রাশিয়ার এই লঙ্ঘনের বিষয়ে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থাকে অবহিত করেছে। বিবৃতিতে উপসংহারে বলা হয় যে, "আমরা এবং আমাদের অংশীদাররা রাশিয়াকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য আমাদের হাতে থাকা সমস্ত নীতিগত পদক্ষেপ ব্যবহার করব।„

(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৫.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

নতুন সরকারের শপথ : আসছেন ভারতের লোকসভার স্পিকার

নবনির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন লোকসভার স্পিকার শ্রী ওম বিরলা। ১৭ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেবে বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রবিবার এক বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, শ্রী ওম বিরলার অংশগ্রহণ ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গভীর ও চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং দুই দেশের বন্ধনকে

সুদৃঢ় করে এমন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ভারতের অবিচল অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে। আরো বলা হয়েছে, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা যুক্ত প্রতিবেশী হিসেবে ভারত তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা গ্রহণকে স্বাগত জানায়। তার দূরদর্শিতা ও মূল্যবোধ বাংলাদেশের জনগণের বিপুল সমর্থন অর্জন করেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা; ৪ জনকে হত্যা ও ১টি ধর্ষণের অভিযোগ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পরবর্তী দুইদিনের সহিংসতায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন তিন শতাধিক, উঠেছে ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে ডয়চে ভেলে। ৩০টি জেলায় এসব সহিংসতার ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিএনপির প্রার্থীর সঙ্গে বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘাতের ঘটনা বেশি ঘটেছে। পাশাপাশি, বিএনপির সঙ্গে জামায়াত ও এনসিপির সংঘাতের ঘটনাও কয়েকটি ক্ষেত্রে আছে। নোয়াখালীর হাতিয়ায় ধর্ষণের একটি অভিযোগ উঠলেও, প্রশাসনের তরফ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। এখনও অভিযোগকারী নারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়নি বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় দলটির যারা সম্পৃক্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরই মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন-পরবর্তী দুইদিনে ৩০টি জেলায় দুই শতাধিক সহিংসতার ঘটনার কথা জানিয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, নিহত হয়েছে তিনজন, আহত তিন শতাধিক। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক এজাজুল ইসলাম বলেন, "নির্বাচন-পরবর্তী দুই দিনে ৩০টি জেলায় সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সহিংসতায় মুন্সিগঞ্জ ও বাগেরহাটে দুই যুবক নিহত হন। আর ময়মনসিংহে নিহত হয় একটি শিশু। এ ছাড়া, নোয়াখালীতে একটি ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব সহিংসতার ঘটনায় বিএনপি, জামায়াত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকেরা জড়িত বলে আমরা সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছি। নির্বাচন পরবর্তী এসব সহিংসতায় ৩৫০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস, ঘরবাড়িতে হামলা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।„

শাপলা কলিতে ভোট দেওয়ায় ধর্ষণের অভিযোগ, পুলিশ বলছে `ভিত্তিহীন,

নোয়াখালীর হাতিয়া চাননন্দী ইউনিয়নে শাপলা কলি প্রতীকে ভোট দেওয়ার জেরে গত শুক্রবার রাতে স্বামীকে বেধে রেখে তিন সন্তানের জননীকে (৩২) ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী নারী স্থানীয় নলেরচর একটি আশ্রায়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা। নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. ফরিদ উদ্দিন ডয়চে ভেলেকে জানান, শনিবার দুপুর ২টার দিকে হাতিয়া উপজেলার আশ্রায়ণ প্রকল্পে বসবাস করা এক মধ্যবয়সি নারী হাসপাতালে আসেন। তিনি জানান, তাকে ওইদিন (শনিবার) সকাল ৬টায় শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর তিনি চলে যান। ডা. ফরিদ উদ্দিন বলেন, "পরে বিকেল ৫টার দিকে এসে তিনি বলেন, তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে রাখা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার ডাক্তারি পরীক্ষা করা যায়নি। কারণ পুলিশ বা আদালত থেকে নির্দেশ বা চাহিদাপত্র না পেলে আমরা ডাক্তারি পরীক্ষা করতে পারি না। তবে মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। চাহিদাপত্র পেলেই আমরা ডাক্তারি পরীক্ষা করব।

এদিকে, যার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তিও আগের দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলে জানান তত্ত্বাবধায়ক। তিনি বলেন, "আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার রাত ১০টার দিকে শরীরে নানা ধরনের আঘাতের চিহ্ন নিয়ে হাসপাতালে আসেন তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়।„ এই বিষয়ে অভিযোগকারীর সঙ্গে ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া তার বর্ণনা অনুযায়ী, শুক্রবার রাত ১১টার দিকে তিন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে দুইজন দরজায় পাহারায় ছিলেন, আর একজন তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় তার স্বামীকে বেধে রাখা হয়েছিল বলে তিনি দাবি করেন। ওই নারীর অভিযোগ, তিনি নির্বাচনে `শাপলা কলি' প্রতীকে ভোট দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরা সরেজমিনে তদন্ত করেছি। এমনকি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সরেজমিন তদন্ত করে এই অভিযোগের কোনো সত্যতা পায়নি। এমনকি ওই নারী আমাদের কাছে কোনো অভিযোগও করেনি। ফলে ওই অভিযোগ আসলে ভিত্তিহীন।„

বাগেরহাটে যুবক নিহত

বাগেরহাটের কচুয়ায় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ওসমান সরদার (২৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি সদর উপজেলার পাড়নওয়াপাড়া গ্রামের শাহজাহান সরদারের ছেলে। ওসমান ঢাকায় একটি সিকিউরিটি কোম্পানিতে কাজ করতেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বিএনপির `বিদ্রোহী' প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিমের সমর্থকদের সঙ্গে কচুয়ার ধোপাখালী ইউনিয়নের ছিটাবাড়ি গ্রামে ধানের শীষের প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের

ঘটনা ঘটে। নিহত ওসমানের বড়ো ভাই এনামুল কবির সরদার ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ধানের শীষের সমর্থকরা ঘোড়া প্রতীকের লোকজন কই গেল বলে খুঁজছিল। এর মধ্যে আমার ভাইয়ের উপর হামলা চালায় তারা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।„ নিহতের চাচা আবুল কালাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমার ভাতিজা কোনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। সে ঢাকায় চাকরি করেন। ভোট দিতে এসেছিলেন। পচা রাজনীতির বলি হয়েছে আমার ভাতিজা। দুই দলের গোলমালের মধ্যে পড়ে সে মারা গেছে। সামাজিক অবক্ষয় আর পচা রাজনীতির কারণে ভাতিজাকে প্রাণ দিতে হয়েছে।„

ভোলায় বিএনপির দুই পক্ষের বিরোধে একজনকে হত্যা

ভোলার চরফ্যাশনে শনিবার রাত ১০টার দিকে শশীভূষণ থানাধীন রসুলপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কলেরহাট রাস্তার মাথায় আবদুর রহিম (৪৫) নামে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিনি এক সময় যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাকে হত্যার আগের দিন তার ছেলেকে পিটিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা এবারের জাতীয় নির্বাচনে ভোলা-৪ আসনে (মনপুরা ও চরফ্যাশন উপজেলা) জয়ী বিএনপির প্রার্থী নুরুল ইসলামের (নয়ন) অনুসারী বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিহত আবদুর রহিম রসুলপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আখতারুজ্জামানের ছেলে। তিনি ওই ওয়ার্ডের যুবলীগের আহ্বায়ক। তার সাংগঠনিক পরিচয় নিশ্চিত করেছেন শশীভূষণ থানা যুবলীগের আহ্বায়ক মো. ফারুক হোসেন। তবে তিনি আবদুর রহিমের হত্যার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। আবদুর রহিম আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য আবুল কাশেম। পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানা যায়, নিহত আবদুর রহিমের পরিবারের অধিকাংশই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তারা সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা নাজিম উদ্দিনের (আলম) অনুসারী। কিন্তু ভোলা-৪ আসনে এবারের নির্বাচনে তিনি দলের মনোনয়ন চেয়েও পাননি। বিএনপির প্রার্থী হয়ে আসনটিতে জয় পেয়েছেন নুরুল ইসলাম। স্থানীয় বিএনপিতে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

ময়মনসিংহে বিএনপি কর্মীর শিশু ও মুন্সিগঞ্জে দুই পক্ষের বিরোধে একজন নিহত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে সহিংসতায় বিএনপি কর্মীর এক শিশু সন্তান নিহত হয়েছে। শিশুটি স্বদেশী ইউনিয়নের বাউশা গ্রামের বিএনপির কর্মী দুলাল মিয়ার ছেলে ইমন (১২)। নিহত ইমনের বাবা দুলাল মিয়া বলেন, "আমাকে একই এলাকার স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোড়া প্রতীকের কর্মী আতাহার ধানের শীষের নির্বাচন করতে নিষেধ করার পরেও, আমি নির্বাচন করায় শুক্রবার বিকেলে আমার ছেলেকে সুপারি চুরির অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।„ মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নের চর আব্দুল্লাহ গ্রামে বিএনপি সমর্থক ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর ফুটবল প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে হামলা ও পালটা হামলায় মো. জসিম নায়েব (৩৫) নামের একজন নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার বিকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত জসিমকে রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত জসিম চরআব্দুল্লাহ গ্রামের মাফিক নায়েবের ছেলে। ওই ঘটনায় তার বাবা মাফিক নায়েব ও বড়ো ভাই মো. মোখলেছও আহত হয়েছেন। তারা চিকিৎসাধীন। নির্বাচনের আগে থেকেই ধানের শীষ সমর্থক নাসির ডাক্তার ও শওকত আলী সরকারের সঙ্গে স্থানীয় মাফিক নায়েবের বিরোধ চলছিল। পূর্বের বিরোধের জেরে দুইপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান নেন। নিহত জসিম ও তার পরিবার ফুটবল প্রতীকের পক্ষে এবং নাসির ও শওকতরা ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে কাজ করেন। নিহতের পরিবারের দাবি, শুক্রবার মাফিক নায়েবের বাড়িতে ককটেল হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। বাধা দিতে গেলে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় নাসির দেওয়ান ও তার লোকজন জসিমকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনায় রবিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

৩০ জেলায় সংঘাত, আহত ৩ শতাধিক

গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগেরহাট, পটুয়াখালী, নড়াইল, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ফেনী, নারায়ণগঞ্জ, সাতক্ষীরাসহ ৩০ জেলায় সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নোয়াখালীর হাতিয়া ও সেনবাগে এনসিপির সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা, মারধর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত হাতিয়া উপজেলার চানন্দি ও নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নে এবং সেনবাগ পৌরসভা ও বীজবাগ ইউনিয়ন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া ও রাজাপুরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার ও শনিবারের এসব ঘটনায় স্থানীয় এক বিএনপি নেতাকে দল থেকে বহিষ্কারের কথা জানান দলটির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম জামাল। পটুয়াখালীর গলাচিপায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী হাসান মামুনের সমর্থকদের সংঘর্ষে দুই নারীসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গলাচিপা থানায় করা মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাটোরের সিংড়ায় ধানের শীষের পক্ষে কাজ করায় এছাতন (৩৩) নামের এক নারীর

ডান হাতের আঙুল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার নড়াইলের গাবতলা বাজারে বিএনপি প্রার্থী ফরিদুজ্জামান ফরহাদের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বিদ্রোহী প্রার্থী মনিরুল ইসলামের সমর্থকদের সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া, গতকাল ভোররাতে সদর উপজেলার মির্জাপুর দক্ষিণপাড়ায় আজিজুল হাকিম নামের এক জামায়াত নেতার মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়।

ফরিদপুরের সালথা ও বোয়ালমারী উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে পৃথক সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। কুষ্টিয়া সদরে বিএনপির দু'পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও মারধর ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাতের এ ঘটনায় জেলা স্বেছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক আবদুস সালাম ও শহর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইমতিয়াজ দিবসের পদ সাময়িক স্থগিত করেছে দলটি। ধানের শীষের বিপক্ষে কাজ করার অভিযোগে ময়মনসিংহের ফুলপুরে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আবুল বাশার আকন্দের ওপর হামলা চালিয়েছে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। শনিবার বিকেলে পৌরসভার বালিয়া মোড় এলাকায় দুই দফায় তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এতে অন্তত দু-জন আহত হয়েছেন। এদিকে, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ, নাটোরের বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর ও সিংড়ায় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ১৪ জন আহত হয়েছেন। রাঙ্গুনিয়ায় গত শুক্রবার রাতে ইটভাটায় সন্ত্রাসীদের হামলা ও অগ্নিসংযোগে সাতজন আহত হয়েছেন। এছাড়া, ঝিনাইদহ-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের প্রধান নির্বাচনি কার্যালয়ে শুক্রবার হামলা চালিয়ে বাবা-ছেলেসহ চারজনকে কুপিয়ে-পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই আসনে জামায়াত প্রার্থী আবু তালিব নির্বাচিত হন। সেখানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ও ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খান। পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে ধানের শীষের কর্মীদের ওপর জামায়াত ইসলামীর কর্মীরা হামলা চালিয়ে চারজনকে আহত করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এনসিপির দাবি, তিনদিনে হামলায় আহত হাজার নেতা-কর্মী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া অভিযোগ করে বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন থেকে শনিবার পর্যন্ত বিএনপি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হামলায় এনসিপির প্রায় এক হাজার নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কল্যাণপুরে বেসরকারি হাসপাতাল ইবনে সিনায় চিকিৎসাধীন এনসিপির নেতা-কর্মীদের দেখতে গিয়ে এ অভিযোগ করেন তিনি। আহতরা নির্বাচনের দিন নোয়াখালীর হাতিয়ায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের হামলায় গুরুতর আহত হন বলে দাবি করা হয়েছে। আসিফ মাহমুদ অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের শর্তে তাদের সমর্থন নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে। এ সময় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

বিএনপি `এগুলো সমর্থন করে না,

নির্বাচনে জয়লাভ করার পর শনিবার প্রথম সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, "আমার বক্তব্য স্পষ্ট, যে-কোনো মূল্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। কোনো রকমের অন্যায় কিংবা বেআইনি কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না। দলমত, ধর্ম-বর্ণ কিংবা ভিন্নমত যা-ই হোক, কোনো অজুহাতেই দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না। যে-কোনো মূল্যে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং কোনো ধরনের সহিংসতা, প্রতিশোধ বা উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না।„ তারপরও এমন ঘটনা কেন ঘটছে এ বিষয়ে জানতে ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে বিএনপির নীতি-নির্ধারণী ফোরামের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান, সাংগঠনিকভাবে এরইমধ্যে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। বলেন, "এগুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ইতোমধ্যেই বক্তব্য দিয়েছেন। সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা একদম এগুলো পছন্দ করি না এবং সমর্থনও করি না। এগুলো না করার জন্য আহ্বান, আর কেউ যদি সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং নেওয়া হচ্ছেও।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

সংস্কারের পর যমুনায় উঠবেন নতুন প্রধানমন্ত্রী

সংস্কারের পর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় উঠবেন নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী। যেটা বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গণভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরের পর নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাসভবনের অনুসন্ধান শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকার। সম্ভাব্য কয়েকটি স্থানও নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বর্তমান সরকার।

তাই ড. মুহাম্মদ ইউনূস যমুনা ছেড়ে গেলে, সেটিকে সংস্কার করে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে প্রস্তুত করা হবে। এটি সংস্কার করতে এক থেকে দুই মাস সময় লাগতে পারে বলেও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে আসছেন না মোদী

বাংলাদেশের নতুন সরকার শপথ নিতে যাচ্ছে আগামী মঙ্গলবার। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিতব্য মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ১৩ দেশের সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তবে কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, বাংলাদেশে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে সম্ভবত আসছেন না নরেন্দ্র মোদী। খবরে বলা হচ্ছে, একই দিন মুম্বাইয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় ঢাকায় আসতে পারছেন না ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

নতুন সরকারের নির্দেশনা পেলে ব্যারাকে ফিরবে সেনাবাহিনী : সেনাপ্রধান

নবনির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর যখন নির্দেশনা দেবে, তখনই সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরবে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় সিএএস দরবারে সেনাবাহিনীর সব পদমর্যাদার সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের সময় সেনা সদস্যদের চমৎকার দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সেনাপ্রধান। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সেনাপ্রধান বলেছেন, দেশ গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে এসেছে এবং সেনাবাহিনী তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। দেশের জনগণের স্বার্থে যা করণীয় ছিল, তা সম্পন্ন করা হয়েছে। সেনাবাহিনী এখন নতুন সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকবে। সরকারের নির্দেশনা পেলেই তারা ব্যারাকে ফিরে যাবে। সেনাপ্রধান আরও বলেন, নির্বাচনের সময় অতিরিক্ত যে ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছিল, তা এরই মধ্যে তুলে নেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রিহাব)

নোয়াখালীর সেই নারীর নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েন, মামলা হয়নি

নোয়াখালীর হাতিয়ায় শাপলা কলিতে ভোট দেওয়ায় নির্যাতনের অভিযোগ করা নারীর নিরাপত্তায় হাসপাতালে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে এখনো কোনো মামলা বা অভিযোগ দায়ের হয়নি। রোববার দুপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, হাসপাতালে ভুক্তভোগীর নিরাপত্তায় একজন উপ-পরিদর্শক ও একজন সহকারী উপ-পরিদর্শকের নেতৃত্বে সাত সদস্যের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুপুরে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, উপ-পরিদর্শক সায়মার নেতৃত্বে একজন নারী এএসআই, দুইজন নারী কনস্টেবল ও তিনজন পুরুষ কনস্টেবল ভুক্তভোগীর পাশে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোর। শনিবার তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে পোস্ট দিয়ে এই অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঐতিহাসিক নির্বাচনে বিজয়ের জন্য তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা। নরওয়ে দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বজায় রাখতে এবং আন্তর্জাতিক আইন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

কর্মকর্তারা নিজে সিল মেরেছেন, রেজাল্ট শিট ঘষামাজা করেছেন : জামায়াত

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা কেন্দ্রে ব্যালটে সিল ও রেজাল্ট শিটে ঘষামাজা করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ডা. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে রোববার ইসির সঙ্গে বৈঠক করেন ১১ দলীয় ঐক্যের নেতারা। বৈঠকে এ অভিযোগ করেন তিনি। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদসহ কমিশনের অন্য কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জামায়াত নেতা হামিদুর রহমান বলেন, কালো টাকার ব্যবহারসহ ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, কোনো কোনো কেন্দ্রে কর্তব্যরত কর্মকর্তারা নিজে সিল মেরেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার ভোটগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়েছে, ভীতি ছড়ানো হয়েছে, ভোট কাস্টিং কম হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

রমজান উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বার্তা

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, সংযম, ত্যাগ, সহমর্মিতা ও আত্মশুদ্ধির মহান শিক্ষায় সমৃদ্ধ রমজান মানবজাতির জন্য শান্তি, কল্যাণ ও নৈতিকতার বার্তা বয়ে আনে। এ মাসে সকলকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার চর্চার আহ্বান জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন, রমজানের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজে ন্যায়, সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবাই আরও সচেষ্ট হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনের পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর : রাশিয়ার সিইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সামগ্রিক পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ, এমনকি উৎসবমুখর- এমন মন্তব্য করেছে রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সংস্থাটির প্রতিনিধি দল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল ও আইনসম্মত বলে উল্লেখ করেছে। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত রাশিয়ার দূতাবাস। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

বিএনপি ৫০ শতাংশ, জামায়াত ৩২ শতাংশ ভোট পেয়েছে : ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ৪৯ দশমিক ৯৭, জামায়াত ৩১ দশমিক ৭৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রোববার ইসির জনসংযোগ শাখা এ তথ্য জানিয়েছে। ইতোমধ্যে বিএনপি জোট ২১২ আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। আর ১১ দলীয় জোট পেয়েছে ৭৭টি আসন। ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের শপথ পড়াবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দীন। বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ হবে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায়। সংবিধান অনুযায়ী, মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শুক্রবার রাতে নির্বাচনে বিজয়ী ব্যক্তিদের গেজেট প্রকাশ করেছে ইসি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

বিপুল জনসমর্থনে তারেক রহমানের ম্যান্ডেটকে ইতিবাচকভাবে, দেখছে ভারত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের বিপুল সমর্থনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি যে ম্যান্ডেট এসেছে, সেটিকে ইতিবাচকভাবে দেখছে ভারত। একইসঙ্গে এটি দুই দেশের মধ্যকার গভীর বন্ধুত্ব, অভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিফলন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের গুরুত্বকেও পুনর্ব্যক্ত করছে বলেও মনে করছে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশটি। রোববার ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দেওয়া বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় আসছেন ভারতের লোকসভার স্পিকার শ্রী ওম বিড়লা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকারের এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ভারত সরকার আরও জানায়, এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্পিকারের অংশগ্রহণ দুই দেশের বন্ধুত্ব এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ভারতের অবিচল অঙ্গীকারকে দৃঢ় করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

শপথ নেবে, সংসদে যাবে, রাজপথেও থাকবে জামায়াত : আযাদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, তারা শপথ গ্রহণের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শপথ নিয়ে সংসদে গিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি, রাজপথেও সক্রিয় থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, আমরা শপথ নেবো, সংসদে যাবো এবং সেখানে গঠনমূলক ভূমিকাও রাখবো। একইসঙ্গে আমাদের জন্য রাজপথও খোলা থাকবে। বিরোধীদলীয় নেতা, উপ-নেতা ও চিফ হুইফ নির্বাচনের বিষয়ে তিনি জানান, এ সিদ্ধান্ত নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই নিজেদের মধ্যে বৈঠক ও ভোটাভুটির মাধ্যমে নেবেন। শপথগ্রহণের পর আমরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০২.২০২৬ আসাদ)

১৪ দিনে এল ১৬,৫১৯ কোটি টাকার প্রবাসী আয়

চলতি মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম ১৪ দিনে ১৩৫ কোটি ৪০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে) এর পরিমাণ ১৬ হাজার ৫১৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এটি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ কোটি ডলার বা ৬১০ কোটি টাকা বেশি। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ১৩০ কোটি ৪০ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, চলতি মাস ফেব্রুয়ারির প্রথম ১৪ দিনে ১৩৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের

একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৩০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে হিসেবে চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন জিএম কাদের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জিএম কাদের। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ অভিনন্দন জানান তিনি। জিএম কাদের বলেন, তারেক রহমান তার মেধা, প্রজ্ঞা ও অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা এবং টেকসই উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন বলে তিনি আশাবাদী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রিহাব)

শেষ ক্যাবিনেট বৈঠকে ঐতিহাসিক নির্বাচনের জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ ক্যাবিনেট বৈঠকে সদ্যসমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচন `সফল, ও `ঐতিহাসিক, আখ্যা দিয়ে ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এদিন বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বরাত দিয়ে এ সব তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রিহাব)

অন্তর্বর্তী সরকার ৯০ শতাংশ সফল : প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, তার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন অনুযায়ী, সরকারের সার্বিক কার্যক্রমের ৯০ শতাংশ সফল। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি সরকারের সাফল্যের ব্যাপারে ব্যক্তিগত এ অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স ও নির্বাহী আদেশ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম জানান, সরকারের জারি করা অধিকাংশ অর্ডিন্যান্সই ভবিষ্যৎ সংসদে আইনে পরিণত হবে বলে তারা আশাবাদী। তিনি বলেন, আমরা মনে করি প্রত্যেকটি অর্ডিন্যান্সই আইনে পরিণত হবে। আমরা জনআকাঙ্ক্ষার সরকার- এটা একটা বিপ্লবের ফসল। জনগণ যারা এই পরিবর্তন এনেছেন, আমরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

IRAN READY TO DISCUSS COMPROMISES TO REACH NUCLEAR DEAL

Iran is ready to consider compromises to reach a nuclear deal with the US if the Americans are willing to discuss lifting sanctions, an Iranian minister has told the BBC. US officials have repeatedly emphasised that Iran, not the US, is holding up progress in this protracted negotiating process. On Saturday, US Secretary of State Marco Rubio said President Donald Trump preferred a deal but it was "very hard to do" one with Iran. But in an interview with the BBC in Tehran, Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, said the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal", adding: "If they are sincere, I'm sure we will be on the road to an agreement." (BBC News Web Page: 15/02/26, FARUK)

ELEVEN KILLED IN ISRAELI STRIKES ON GAZA: RESCUERS

Eleven Palestinians were killed in Israeli strikes in Gaza on Sunday morning, according to Palestinian civil defence and health officials. The IDF said it had struck terror targets in response to ceasefire violations by Hamas , and that militants had been killed after emerging from a tunnel into the area of the strip controlled by the Israeli military. The Palestinian Red Crescent said a strike on a tent encampment in northern Gaza killed at least six people, while another strike in the south of the strip killed five. Both Israel and Hamas have accused each other of near-daily violations of a fragile ceasefire agreement since it took effect on 10 October. (BBC News Web Page: 15/02/26, FARUK)

AFTER THE LANDSLIDE: CAN INDIA RESET TIES WITH A BNP-LED BANGLADESH?

When he Bangladesh Nationalist Party (BNP) swept to a landslide in the general elections on Friday, Delhi responded with studied warmth. In a message posted in Bengali, Prime Minister Narendra Modi congratulated BNP leader Tarique Rahman, the 60-year-old dynast, on a "decisive victory ". He pledged India's support for a "democratic, progressive and inclusive" neighbour. He added that he looked forward to working closely to strengthen "our multifaceted relationship". The tone was forward-looking - and careful. Since Sheikh Hasina fled to India after the Gen Z-led July 2024 uprising, ties between the neighbours have frayed, with mistrust hardening on both sides. Hasina's Awami League - the country's oldest party -

was barred from contesting the election. Many Bangladeshis fault Delhi for backing an increasingly authoritarian Hasina - a grievance layered atop older complaints over border killings, water disputes, trade curbs and incendiary rhetoric. Visa services are largely suspended, cross-border trains and buses halted, and flights between Dhaka and Delhi sharply reduced. For Delhi, the question is not whether to engage a BNP government - but how: securing its red lines on insurgency and extremism while cooling rhetoric that has turned Bangladesh into a domestic political talking-point. A reset is possible, say analysts. But it will require restraint - and reciprocity. "The BNP, the most politically experienced and moderate of the parties in the fray, is India's safest bet moving forward. The question remains: how will Rahman govern the country? He is clearly seeking to stabilize India-Bangladesh ties. But this is easier said than done," says Avinash Paliwal, who teaches politics and international studies at SOAS University of London. For Delhi, the BNP is not an unknown entity. When the party - under Rahman's mother Khaleda Zia - returned to power in 2001 in coalition with the Islamist Jamaat-e-Islami, ties with India cooled quickly. The BNP-Jamaat years were marked by turbulence and deep mutual mistrust. Despite early courtesies - India's then national security adviser Brajesh Mishra was the first foreign dignitary to congratulate Khaleda Zia - trust proved thin. The apparent ease with which the BNP maintained relations with Washington, Beijing and Islamabad fed Delhi's suspicion that Dhaka was drifting strategically. Two Indian red lines were soon tested: curbing support for north-eastern insurgents and protecting Hindu minorities. Post-election attacks on Hindus in districts such as Bhola and Jessore alarmed Delhi. More damaging was the April 2004 seizure of 10 truckloads of weapons in Chittagong - the largest arms haul in Bangladesh's history - allegedly destined for Indian rebel groups. Economic ties fared little better. A proposed $3bn investment by Tata Group stalled over gas pricing and collapsed in 2008. Ties kept deteriorating. In 2014, Zia - then in opposition - cancelled a scheduled meeting with then Indian president Pranab Mukherjee, citing security concerns, in what was widely seen as a snub to Delhi. That uneasy history helps explain why India later invested so heavily in Sheikh Hasina. In her 15 years in power, Hasina delivered what Delhi prizes most in its neighbourhood: security co-operation against insurgents, improved connectivity and a government broadly aligned with India rather than China - a partnership as strategically valuable as it was politically costly. Now living in exile in Delhi, she faces a death sentence in absentia over the 2024 security crackdown - violence in which the UN says about 1,400 people were killed, most by security forces. India's refusal to extradite her has further complicated an already fraught reset with Dhaka. Last month, Foreign Minister S Jaishankar travelled to Dhaka for Zia's funeral and used the occasion to meet Rahman. At a recent rally, the BNP leader declared: "Not Dilli, not Pindi - Bangladesh before everything," signalling independence from Delhi and Pakistan's military headquarters in Rawalpindi. Pakistan - India's nuclear-armed arch rival that was defeated in 1971 to secure Bangladesh's independence - remains a central, if sensitive, factor in the equation. After Hasina's fall, Dhaka wasted little time in mending fences with Islamabad. A direct Dhaka-Karachi flight resumed last month after a 14-year hiatus. Earlier, there was a first visit by a Pakistani foreign minister to Bangladesh in 13 years. Senior military officials have exchanged trips, security co-operation is back on the table, and trade climbed 27% in 2024-25. The optics are unmistakable: a once-frosty relationship has thawed.
(BBC News Web Page: 15/02/26, FARUK)

:: THE END ::